NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ফর্ম ৬ নিয়ে তৃণমূলের দাবিকে নস্যাৎ করল নির্বাচন কমিশন

আজ থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়, গরমের দাপটে বিরাম ৩

কলকাতা ৫ এপ্রিল ২০২৬ ২১ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৯৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.04.2026, Vol.19, Issue No. 293, 8 Pages, Price 3.00

মমতার কপ্টারের সামনে ড্রোন, তিন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহের মালতীপুরে শনিবার দুপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারের সামনে রহস্যময় একটি ড্রোনকে উড়তে দেখা গেল। কপ্টারে ওঠার মুখে তা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন মমতা। মাইক হাতে নিয়ে তিনি বলেন, 'পুলিশের এটা নজরে রাখা দরকার। যারা করেছে, তাদের চিহ্নিত করা দরকার।' মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে তদন্তে নেমে পুলিশ তিন জনকে আটক করেছে।

শনিবার মালদহে তিনটি জনসভা রয়েছে মমতার। মানিকচকে প্রথম সভার পরে তিনি মালতীপুরে দ্বিতীয় সভা করেন। সেখানে সভা সেরে পরের গন্তব্য গাজোলের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই হেলিপ্যাডে যেখানে মমতার কপ্টার দাঁড়িয়ে ছিল, তার সামনে একটি ড্রোন উড়তে দেখা যায়। তা দেখেই মমতা পুলিশকে বিষয়টিতে নজর রাখার কথা বলেন। তৃণমূলের এক নেতা জানান, বিপজ্জনক ঘটনা হয়েছে। যাঁরা উড়িয়েছেন, তাঁরা হয়তো প্রোটোকল জানেন না। পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। তাঁদের তরফেও বিষয়টি দেখা হবে।

গত ২৬ মার্চ ঝড়বৃষ্টির কারণে সঠিক সময়ে কলকাতা বিমানবন্দরে নামতে পারেনি মমতার বিমান। প্রায় ৭০ মিনিট ধরে কলকাতার আকাশে চক্কর কাটে সেই বিমান। দমদম বিমানবন্দরের পরে বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে পর পর তিন বার অবতরণের চেষ্টা করেও পারেনি। এরপর গত ১ এপ্রিল আবার দুর্যোগের মুখে পড়ে মমতার কপ্টার। মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় সভা করার পর কপ্টারে ওই জেলারই নবগ্রামে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রবল ঝড়বৃষ্টির কারণে কপ্টার নবগ্রামের সভাস্থলে অবতরণ করতে পারেনি। কপ্টারের পাইলট ঝুঁকি না-নিয়ে কপ্টারটিকে বড়ঞাতেই ফিরিয়ে আনেন। বড়ঞা থেকে সড়কপথে নবগ্রামে যান মুখ্যমন্ত্রী।

অন্য দলকে ভোট দিলে সম্পর্ক রাখব না: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহের বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় এবং শেষ দিনে তিনটি কেন্দ্রে গিয়ে জনসভা মঞ্চ থেকে উপস্থিত ডি ভোটারদের সংখ্যা দেখে হতভম্ব হয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলে ওঠেন, 'এত ভোটারের নাম বাদ। সব ভোট কেড়ে নিয়েছে বিজেপি। তাই বসে না থেকে আপনারা ট্রাইব্যুনালে দরখাস্ত করুন। আমরা আইনজীবী দেব। তৃণমূল নেতৃত্ব যারা আছেন, তাঁরা অবশ্যই বাদের তালিকায় ভোটারদের জন্য কাজ শুরু করুন।'

শনিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত তিন দফায় মানিকচক, মালতিপুর এবং গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনটি কেন্দ্রেই উপস্থিত হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। ওই তিনটি সভামঞ্চে উঠেই প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেন এই সভাতে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে কত জনের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে হাত তুলুন। মুখ্যমন্ত্রীর এইকথা শুনেই উপস্থিত হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলারা হাত তুলতেই যেন হতবাক হয়ে যান তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি বলেন, এত মানুষের ভোট কেড়ে নিয়েছে বিজেপি! পাশাপাশি সভা

মঞ্চগুলিতে উপস্থিত ক্যামেরাম্যান প্রতিনিধিদের সিংহভাগ মানুষের এই হাত তোলার ছবিও তোলার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তুমুল সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মালতিপুরের সভা থেকে মমতা বলেন, 'তৃণমূলকে ভোটটা দেবেন। অন্য দলকে ভোট দিলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখব না। উন্নয়ন চলবে। তবে আমি খুব সেন্টিমেন্টাল। আমি অসম্মানিত বোধ করব। আর সম্পর্ক রাখব না।' কংগ্রেস বা সিপিএমকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মমতা। বলেছেন, 'ওদের ভোট দিয়ে কী হবে? একটা আসন নিয়ে ওরা তো সরকার গড়তে পারবে না।'

তিনি বলেন, 'বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষের ভোট কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এসআইআর-এর নামে বিপুল সংখ্যক ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছে। আগামীতে সাধারণ ভোটারেরা এই চক্রান্তের যোগ্য জবাব ভোট বাক্সে দেবে।

মৌসমকে তোপ

■ কিছু দিন আগে তৃণমূল ছেড়েছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মৌসম নুর। মালদহের মালতিপুরে সেই মৌসমের আসনে দাঁড়িয়েই তাঁকে কটাক্ষ করেন মমতা। বলেন, 'মালদহের কোনও প্রতিনিধি লোকসভায় ছিল না বলে আমরা এই জেলার প্রতিনিধিকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিলাম। অনেক দিন ছিলেন। ভোটের আগে তিনি অন্য দলে গিয়েছেন। তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু পলাতকদের মানুষ ক্ষমা করবে না। উনি তো ভোটে লড়ে সাংসদ হতে পারেননি। বিধায়কদের ভোটে জিতেছিলেন। আমার ভোটও পেয়েছিলেন। নিজে জীবনে রাজ্যসভায় যেতে পারিনি।

ভবানীপুরে অশান্তি, চার পুলিশ সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: অমিত শাহের উপস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে রোড শো ঘিরে অশান্তির ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ভবানীপুর। এ বার সেই ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে চার পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে ওই চার জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে বলেছে কমিশন।

রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে চিঠি দিয়ে ভবানীপুরের ঘটনায় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। যে চার পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন, কলকাতা পুলিশের ডিসি (২) সিদ্ধার্থ দত্ত, আলিপুর থানার ওসি প্রিয়ঙ্কর চক্রবর্তী, অতিরিক্ত ওসি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সার্জেন্ট সৌরভ চট্টোপাধ্যায়।

ভবানীপুরে অশান্তির পরেই রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে করেছিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সূত্রের খবর, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দকে ভর্ৎসনা করেন তিনি। ওই গোলমালের ঘটনায় কালীঘাট

এবং আলিপুর থানায় পৃথক ভাবে তিনটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তার ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর করে। দু'টি এফআইআর করা হয়েছে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে। কমিশনের আধিকারিকদের অভিযোগের ভিত্তিতেও পদক্ষেপ করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে মূলত বেআইনি জমায়েত, স্লোগান, পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি এবং সরকারি নির্দেশিকা লঙ্ঘনের।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে হাজরা মোড় থেকে শুরু হয়েছিল রোড শো। ছিলেন ভবানীপুরের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক বিজেপি নেতা। সার্ভে বিল্ডিং পর্যন্ত রোড শো করেই মনোনয়ন জমা দিতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল যাওয়ার সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা মাথায় কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বিজেপি কর্মীরা তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। ক্রমে তা ধস্তাধস্তির পর্যায়ে পৌঁছোয়। সেই ঘটনায় এ বার চার পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করল কমিশন।

কমিশন জানিয়েছিল, ভবানীপুরের ঘটনায় ওই চার পুলিশ আধিকারিককে অবিলম্বে সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। কমিশনের নির্দেশ মানা হচ্ছে কি না, তা জানিয়ে রবিবার সকাল ১১টার মধ্যে মুখ্যসচিবকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শীঘ্রই ওই চার জায়গায় অন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে। এই চিঠির একটি কপি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ এবং স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষকে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশমতো পদক্ষেপ করার কথা উল্লেখ করেছে কমিশন।

আজ কোচবিহারে মোদী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দিল্লি থেকে সরাসরি হাসিমারা এয়ারবেসে নামবে মোদীর বিশেষ বায়ুসেনার বিমান। আনুমানিক দুপুর ৩টে নাগাদ বিমান নামার সম্ভাবনা। কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে তিনি পৌঁছবেন রাসমেলা ময়দানে বিকাল ৪টে বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ। রাসমেলা ময়দানে বক্তব্য রাখবেন। আবার ফিরে যাবেন কোচবিহার বিমানবন্দরে ৫টা নাগাদ। সেখান থেকে হেলিকাপ্টারে হাসিমারা। আসন্ন ভোটযুদ্ধের সূচনা বঙ্গে এই মোদীর সফর বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তামিলনাড়ুতে পর্যবেক্ষক

দায়িত্ব দিল কমিশন, রেহাই চান সুপ্রতিম

নিজস্ব প্রতিবেদন: তামিলনাড়ুতে ভোটের পর্যবেক্ষক হিসাবে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকারকে যেতে নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু চিকিৎসার কারণে তিনি অব্যাহতি চেয়েছেন। সুপ্রতিম কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন। ভোট ঘোষণা হওয়ার পরে, নির্বাচন কমিশন তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেয়। তাঁকে সিআইডি-র অতিরিক্ত ডিজি পদে বদলি করা হয়েছিল। ঘটনাচক্রে, যে সিআইডির তথ্যের ভিত্তিতেই মালদহ কাণ্ডের 'মূলচক্রী' আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামকে ধরা হয় বলে শুক্রবার জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোথাবাড়ির তদন্তে প্রশ্নে পুলিশি ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোথাবাড়ি কাণ্ডের তদন্তে নামতেই কৌশল বদলাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। সূত্রের খবর, গোটা ঘটনাকে খুঁটিয়ে দেখতে একসঙ্গে তিনটি আলাদা দলে ভাগ হয়ে কাজ শুরু করেছে তারা, প্রশাসন, পুলিশ ও ঘটনাস্থল, এই তিন স্তরেই চলছে সমান্তরাল অনুসন্ধান।

একটি দল বিডিও অফিসে গিয়ে নথিপত্র যাচাই করছে, অন্য দল থানায় বসে পুলিশের প্রাথমিক রিপোর্ট ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছে। তৃতীয় দল সরাসরি ঘটনাস্থলে গিয়ে পুনর্গঠন করছে সেই দিনের পরিস্থিতি, কীভাবে ভিড় জমল, কোথায় নিয়ন্ত্রণ ভাঙল, তার খোঁজে। তদন্তের কেন্দ্রেই উঠে এসেছে পুলিশের ভূমিকা। এক আধিকারিকের কথায়, 'থানার এত কাছে বড় জমায়েত হলে আগাম খবর ছিল না কেন, এটাই এখন বড় প্রশ্ন।' একই সঙ্গে, যদি তথ্য থেকেও থাকে, তবে দ্রুত পদক্ষেপে ঘাটতি ছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, ঘটনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে একাধিক ভিডিও ফুটেজ, যা ঘিরেই জোর তৎপরতা এনআইএ-র। তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে থাকা সোনিয়া সিং ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলেন। সূত্রের দাবি, 'ভিডিওগুলোই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ, সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে ঘটনার প্রকৃত চিত্র।' প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। 'খবর পাওয়ার পর কত দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, সেটাই এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে', জানিয়েছেন তদন্ত সংশ্লিষ্ট এক আধিকারিক।

অন্যদিকে, সামাজিক মাধ্যমকেও সন্দেহের তালিকায় রেখেছে তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তথ্য বলছে, 'উস্কানিমূলক পোস্ট পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছিল।' সেই সব অ্যাকাউন্টের উৎস ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে সাইবার বিশেষজ্ঞদেরও যুক্ত করার ভাবনা রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, সব কিছু জোড়া লাগিয়ে ঘটনাটির পূর্ণ ছবি গড়ার চেষ্টা চলছে। তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে, এই ঘটনার দায় নির্ধারণে প্রশাসনিক ত্রুটি ও সামাজিক উস্কানি, দুই-ই বড় ফ্যাক্টর হতে পারে।

ক্রীড়া উন্নয়নই ভিত দাবি লিয়েন্ডার পেজের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার মাটি থেকেই তাঁর উত্থান। সেই শহরেই ফিরে এসে এবার ক্রীড়া ও যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরব হলেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি একাধারে স্মৃতিচারণ, অন্যদিকে তীব্র উদ্বেগ, দুয়েরই মিশেল তুলে ধরেন।

পেজের কথায়, 'কলকাতা আমার শিকড়। এখান থেকেই শিখেছি লড়াই আর শৃঙ্খলা।' কিন্তু সেই শহর ও রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়েই প্রশ্ন তুললেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'আধুনিক সুবিধার অভাব এখনও প্রকট, বিশেষ করে ইনডোর কোর্টের মতো মৌলিক ব্যবস্থাও যথেষ্ট নয়।'

একসময় দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলার দাপট থাকলেও এখন সেই ধার কমেছে বলেই মত তাঁর। অলিম্পিক মঞ্চে রাজ্যের উপস্থিতি কমে যাওয়া প্রসঙ্গে পেজের পর্যবেক্ষণ, 'এটা নীতির পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, যুবশক্তিকে খেলাধুলার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। তিনি বলেন, 'যুবকদের এমন সুযোগ দিতে হবে, যাতে কাজের খোঁজে বাইরে যেতে না হয়।' রাজনীতিতে নতুন হলেও তাঁর লক্ষ্য পুরনো-দেশসেবা। শেষে আশাবাদী সুরে পেজের মন্তব্য, 'ক্রীড়া ও যুব উন্নয়নই পারে বাংলা ও ভারতকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে।'

রাহুল-রহস্যের তদন্ত চেয়ে দায়ের এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে জট আরও ঘনীভূত। অবশেষে স্বচ্ছ তদন্তের দাবিতে রিজেন্ট পার্ক থানায় পৌঁছয় টলিউডের একঝাঁক পরিচিত মুখ। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার।

শনিবার দুপুরে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, জিশু সেনগুপ্তদের উপস্থিতিতে দায়ের হল অভিযোগ। প্রিয়াঙ্কার সই করা অভিযোগপত্রে স্পষ্ট দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। প্রসেনজিৎ আগেই জানিয়েছিলেন, 'সত্যিটা সামনে আসা জরুরি।' একই সুরে শিল্পী মহলের বক্তব্য, 'শুধু পরিবার নয়, গোটা ইন্ডাস্ট্রির অধিকার আছে সত্য জানার।'

গত ২৯ মার্চ সমুদ্রতটে শুটিং চলাকালীন রাহুলের মৃত্যু হলেও, ঠিক কী পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর অস্পষ্টতা। শুটিং চলছিল, না শেষ হয়ে গিয়েছিল, এই প্রশ্নেই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। আইনজীবীদের উপস্থিতিতে অভিযোগ দায়েরের পর এখন বল পুলিশের কোর্টে। তবে টলিউডের বার্তা স্পষ্ট, 'দায় এড়ানো নয়, সত্য উদঘাটনই লক্ষ্য।'

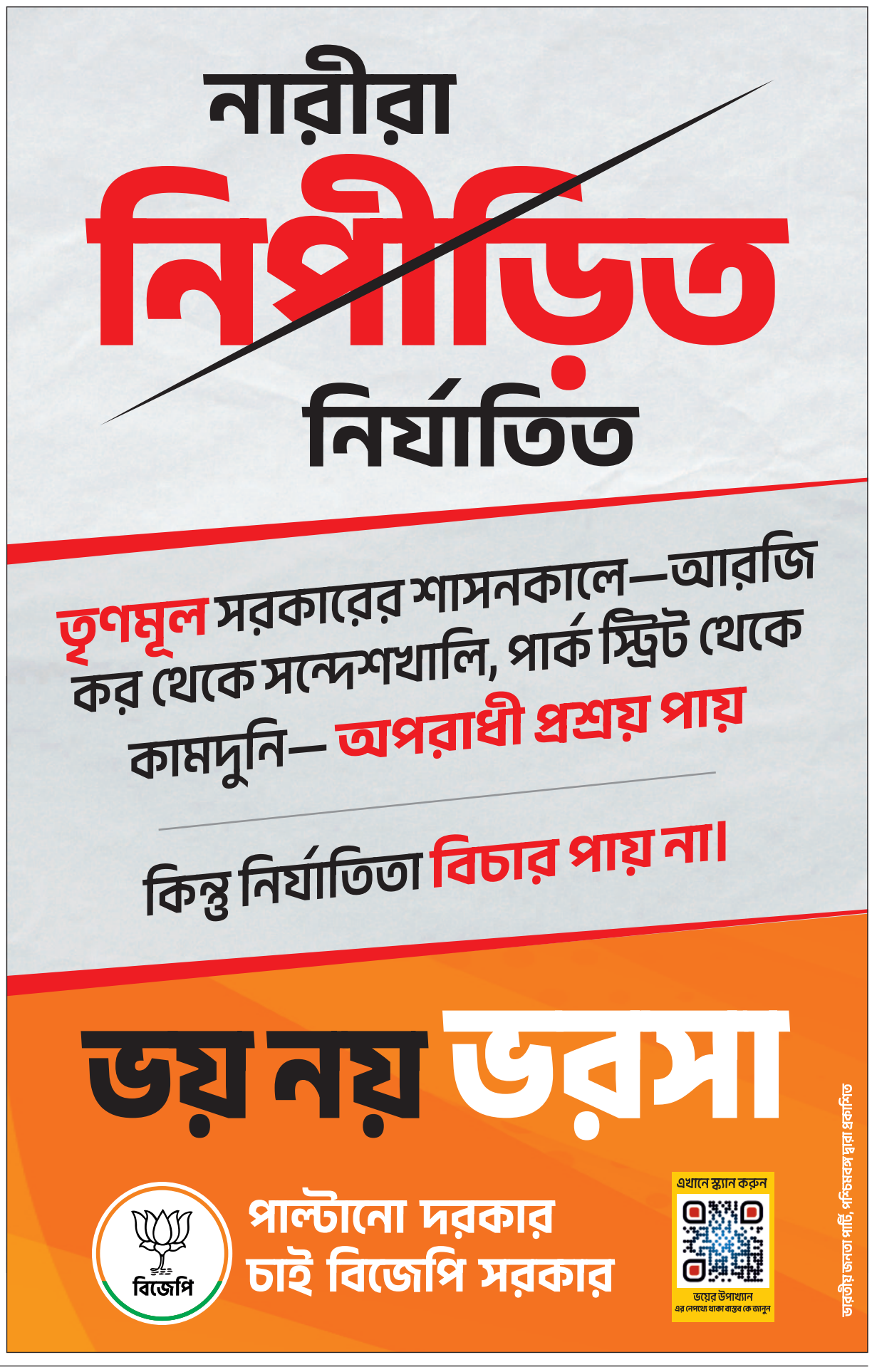

ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিয়ে তারা মায়ের মন্দিরে পুজো দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● বীরভূম

কাজলের সঙ্গে একান্তে কথা আর অনুব্রতর হাত ধরলেন অভিষেক। দলীয় কর্মী সমর্থকদের বার্তা দিলেন ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ার। শনিবার হাঁসন বিধানসভার তারাপীঠে কড়কড়িয়া ময়দানে এমন দৃশ্য দেখলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। অভিষেকের ইঙ্গিত পূর্ণ স্পষ্ট বার্তা ফের ক্ষমতায় আসতে হবে তৃণমূলকেই। তাই নির্বাচনী জনসভায় সংখ্যালঘুদের মন পাওয়ার পাশাপাশি হিন্দু সেন্টিমেন্টকে চাঙ্গা রাখতে মঞ্চ হতে ঘোষণা তারাপীঠে পুজো দেবেন তিনি। করলেনও তাই, নির্বাচনী জনসভা মঞ্চ ছেড়ে পুজো দিলেন তারা মায়ের কাছে। শনিবার নির্বাচনী জনসভায় প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাঁসন বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীর নাম ধরে অভিষেক বলেন, হুমকি ও দাঙ্গা ছাড়া বিজেপি কিছুই করেনি। যিনি প্রার্থী হয়েছেন তাঁকে মানুষ চেনেন না, মানুষ জানেন না এবং মানুষের সঙ্গে কোনও পরিচিতি নেই দাবি করে অভিষেক বলেন, এখানকার তৃণমূলের প্রার্থী অনেক উন্নয়ন করেছেন তিনি জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলার উন্নয়নও করেছেন। রামপুরহাটের নয়টি অঞ্চল এবং নলহাটি দুটি অঞ্চল নিয়ে হাঁসন বিধানসভার এলাকা। নির্বাচনী এই মঞ্চ থেকে অভিষেক বিজেপির প্রার্থী সহ বিজেপির নেতাদের ওপেন চ্যালেঞ্জ করে বলেন,পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড আপনাদের দেব, আপনারা হাঁসনের যে কোনও একটা মাঠ বেছে নিন সেখানে মঞ্চ বাঁধুন, সময় ঠিক করুন একদিকে আমাদের প্রতিনিধিরা থাকবে, অন্যদিকে আপনাদের প্রতিনিধিরা থাকবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ বছরে বীরভূমের জন্য কি করেছে আর নরেন্দ্র মোদীর সরকার ১২ বছর কেন্দ্রীয় সরকারে থেকে বীরভূমের জন্য কি করেছে? পরিসংখ্যান ও তথ্যের নিরিখে ল্যাজে গোবরে করে ওদের মাঠ থেকে বের করব, নাহলে রাজনীতি থেকে চিরতরে বিদায় নেব।

নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী ৯ এপ্রিল নির্বাচনী প্রচারে সিউড়ি আসছেন জেনে অভিষেকের বলেন, আসুন, আপনাকে স্বাগত। কিন্তু ভোট চলে গেলেই আপনারা আবার চলে যান। এই সভামঞ্চ থেকে উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের অভিষেকের পরামর্শ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে জানতে চাইবেন, গত পাঁচ বছরে এই বীরভূমের উন্নয়নে কয়জন মায়েদের জন্য লদীর ভাণ্ডারে সহায়তা করেছেন? কটা গরিব মানুষের মাথার উপর বাড়ি দিয়েছেন? কটা গরিব মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একশো দিনের টাকা পৌঁছেছে ? শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়ে অভিষেকের চ্যালেঞ্জ গত পাঁচ বছরে বীরভূমের মানুষের একশো দিনের কাজের টাকা শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে বা রাস্তার ক্ষেত্রে এক টাকাও মোদীজী দিয়েছেন যদি প্রমাণ করতে পারেন তবে আর কোনওদিন বীরভূমে তৃণমূলের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করতে আসব না।

নির্বাচনী জনসভায় অভিষেক বলেন, গ্যাসের দাম যেমন বাড়ছে, তেমনি দুধের দাম বেড়েছে। শুধু তাই নয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে মোদী আপনাদের পকেট থেকে টাকা যেমন কাটছে, তেমনি জনদরদী মমতা সরকার লদীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে আপনাদের অ্যাকাউন্টে ১৫০০ টাকা দিচ্ছে। হাঁসন বিধানসভায় উন্নয়নের জন্য নিজেও দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন এই অঙ্গীকার করে মঞ্চ থেকে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার আহ্বান জানান অভিষেক। বাংলায় ফের তৃণমূল ক্ষমতায় আসছে বলে দাবি করেন অভিষেক। এরপরই সভা মঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার সময় প্রার্থী ফাইজুল হকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন অভিষেক। তারপর এগিয়ে যান অনুব্রত মণ্ডলের দিকে তাঁর হাত ধরে কথা বলতে বলতে মঞ্চ ছাড়েন তিনি।

প্রচারে বেরিয়ে পান্তা ভাত খেলেন ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: শনিবার শীতলা পুজো উপলক্ষে দমদমে পান্তা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। ভোট প্রচারে বেরিয়ে সেই পান্তা উৎসবে অংশ নেন ব্রাত্য বসু। সেখানেই এলাকাবাসীর সঙ্গে বসে জমিয়ে পান্তা ভাত খান তিনি। ব্রাত্য বসুর অবশ্য দাবি, শুধু ভোট প্রচার বলে নয়, প্রত্যেক বছরই এই পান্তা উৎসবে আসেন তিনি। পান্তা ভাতের সঙ্গে এদিন ছিল আলুর চপ, আলুর চোখা, ডালের বড়া, নারকেল এবং লঙ্কা। পান্তা ভাতে লঙ্কা, লেবু মেখে জমিয়ে প্রতিটি পদই খান ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, এটা আমার কাছে নতুন কিছু নয়। প্রত্যেক বছরই আসি এখানে পান্তা ভাত খাব বলে। এটা আমার অত্যন্ত প্রিয় খাবার। পান্তা উৎসব কবে হবে আমি আগে থেকে জেনে নিই। সেই মতো এই দিনটা ফাঁকাও রাখি।

তিনি এদিন আরও বলেন, দমদমবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা যানজট। এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে দমদম রোড থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত উড়ালপুল তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার ভাবনা চলছে। উল্লেখ্য, টানা তিনবার দমদম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয় পেয়েছেন ব্রাত্য বসু।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 30/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 3188 নং এফিডেভিট বলে আমি **Dipankar Ghosh S/o. Babul Ghosh, D.O.B 20.03.1984** ও **Dipankar Ghosh S/o. D. Ghosh, D.O.B. 13.07.1985** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ই এপ্রিল। ২১শে চৈত্র। রবি বার। তৃতীয়া তিথি । জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্তুত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(ভারতীয় নৌ দিবস। ইস্টার সানডে।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জনমুক্তি পরিষদের আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ভালো নয়, জায়গায় জায়গায় দাঙ্গা হচ্ছে। পুলিশ সামাল দিতে পারছে না, অথচ কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হচ্ছে না। তাই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে পদ্মশ্রী কাজী মাসুম আখতার সাহেবের বাসভবনে ১৫ জন প্রাথমিক সদস্যদের নিয়ে জনমুক্তি পরিষদ আত্মপ্রকাশ করল। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হল, নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ, পরিচালন ব্যবস্থা ও রাজ্যের সার্বিক আর্থসামাজিক বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা করা। আসন্ন বাংলার নির্বাচন, ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দু'দফায় রাজ্যে ভোট। পশ্চিমবঙ্গে অর্ধশতাব্দীর ঐতিহ্য হল ভোটে রক্তবন্যা, মৃত্যুর মিছিল, বুথ দখল ও প্রফেশনাল জাল ভোটারদের দিয়ে অনুপস্থিত ভোটারদের নামে ভোট দেওয়া। এই মুহূর্তে পরিষদের উদ্দেশ্য হল হানাহানি, রক্তপাত রোধ করে শান্তিপূর্ণ স্বচ্ছ নির্বাচনের উপায় বের করে নির্বাচন কমিশনের কাছে উপস্থাপন করা।

এসআইআর তালিকায় নাম খোঁজার চেষ্টা। ছবি: অদিতি সাহা

কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী অতীন ঘোষ।

রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রচারাভিযানে তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার।

আজ কোচবিহার থেকেই প্রচারের সূচনা, মোদীর সভা ঘিরে শেষ মুহূর্তের তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গকে সামনে রেখেই ভোটের লড়াইয়ের প্রথম বড় বার্তা দিতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। আজ ৫ এপ্রিল কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা ময়দানে তাঁর জনসভা কার্যত রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসেবে ধরা হচ্ছে। দলীয় সূত্রের দাবি, এই সভায় বিপুল জনসমাগমের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। জেলা নেতৃত্বের একাংশের কথায়, এই জনসভা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে, পরিবর্তনের বার্তা এখান থেকেই ছড়াবে। প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। নিরাপত্তা থেকে শুরু করে যাতায়াত; সব দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতারা ইতিমধ্যেই সভাস্থল ঘুরে খতিয়ে দেখেছেন ব্যবস্থা। বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে সক্রিয় করার চেষ্টা চলছে বলেও জানা যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গে গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক সমীকরণে বিজেপির উত্থান স্পষ্ট। সেই জমিতেই আরও শক্ত ভিত গড়ার লক্ষ্য নিয়েই এই সভা বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। এক পর্যবেক্ষকের মন্তব্য, উত্তরবঙ্গ এখন কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এখান থেকেই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা। সব মিলিয়ে, কোচবিহারের এই সভা শুধু একটি রাজনৈতিক সমাবেশ নয়; বরং আসন্ন ভোটযুদ্ধের সুর বাঁধার মঞ্চ হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক মহল।

অধরা ট্রাইব্যুনাল, প্রার্থীদের অনিশ্চয়তা ভোটের মুখে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো তালিকা থেকে বাদ যাওয়া ভোটারদের আবেদন নিষ্পত্তি করতে বিচারবিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন ও কাজ শুরুকে ঘিরে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। বিশেষত প্রথম দফার ভোটে যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, সেই ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, ট্রাইব্যুনালের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের বসার মতো পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। ফলে ট্রাইব্যুনালের কাজ কবে থেকে শুরু হবে, তা নিয়েই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

৬ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। তার আগে বহু প্রার্থীর নাম জুডিশিয়াল অফিসারদের বিচারে বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাইব্যুনাল যদি সময়মতো কাজ শুরু করতে না পারে, তবে সেই সব প্রার্থীদের আবেদনের কী হবে; তা নিয়েই বড় প্রশ্ন উঠছে। সূত্রের খবর, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনেই ট্রাইব্যুনালের শুনানি করবেন। কিন্তু সোমবারের মধ্যে সেই বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বহু প্রার্থীর পক্ষের আইনজীবীরা বিষয়টি নিয়ে আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। ভোটের আগে এই জটিলতা নতুন করে চাপ বাড়াচ্ছে প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনে বর্তমান কর্মকর্তারা বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন। অভিযোগ উঠেছিল বর্তমান কর্মকর্তারা কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনে ভোটাভুটি করতে চান না। সেই অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণ করে ২৯ মার্চ পরিষদের ১৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন হল। এবিষয়ে সম্পাদক রমেনকুমার সর বলেন, বিগত কয়েক বছরে ক্ষমতালোভী মানুষ নানাভাবে মিথ্যাচার করে অপপ্রচার চালাচ্ছিলেন। একবছরে যা কাজ করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলি হল, পাঠকদের সুবিধার জন্য পাঠক পরিষেবা বাড়ানো হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১ টায় পরিষদের পাঠকক্ষ খুলে দেওয়া হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা সহ ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, পরিষৎ ভবনের দোতলায় প্রদর্শশালার নবরূপায়ণ সহ আরও নানা কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রাজ্য জুড়ে অরাজকতা চলছে, প্রতিবাদে নৈহাটিতে বিজেপির মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্য জুড়ে অরাজকতা চলছে। তারই প্রতিবাদস্বরূপ শনিবার সন্ধেয় নৈহাটিতে মশাল মিছিল করল বিজেপি। নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির যুব মোর্চার ডাকে 'স্নো হোয়াইট' মোড় থেকে মশাল মিছিল শুরু হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে লালদিঘি গিয়ে মশাল মিছিল শেষ হয়। এদিনের মশাল মিছিলে হাজির ছিলেন নৈহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চম উত্তরসূরি সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মশাল মিছিলে যোগ দিয়ে নৈহাটির বিজেপি প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যে আইনের কোনও শাসন নেই।

বেঙ্গল ক্রিয়েটিভ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল দেবী অন ক্যানভাস আর্ট এগজিবিশন ২০২৬।

উদয়নারায়ণপুরে রাজনৈতিক ভোটের লড়াই: হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর এবারও নজরের কেন্দ্রে। কৃষিনির্ভর এই কেন্দ্র বহু বছর বামেদের দখলে থাকলেও গত এক দশকে সমীকরণ ঘুরেছে শাসকদলের পক্ষে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি ব্যবধান বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই ময়দানে নেমেছেন সমীর পাঁজা। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, জেতা নয়, কতটা ব্যবধানে জিতব সেটাই এখন লক্ষ্য। উন্নয়ন, বিশেষত নদীবাঁধ সংস্কার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজকে সামনে রেখেই প্রচার শানাচ্ছে শাসক শিবির। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী প্রভাকার পণ্ডিত পাল্টা সুরে বলছেন, মানুষ পরিবর্তন চাইছে, সময় এলেই তা প্রমাণ হবে। বাম প্রার্থী ষষ্ঠী মাঝি-র দাবি, গ্রামে গ্রামে যে সাড়া

মানুষকে ভয় দেখিয়ে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মানুষকে ভয় দেখিয়ে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান। শনিবার বিকেলে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের গারুলিয়ায় ভোট প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই বললেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, এবারে '৮০-২০' লড়াই হবে। নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে তিনি বিপুল মার্জিনে জয়লাভ করবেন। তাঁর দাবি, মানুষকে ভয় দেখিয়ে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান। কিন্তু এবার বাংলার মানুষ ভয়কে উপেক্ষা করেই বিজেপি প্রার্থীদের দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করবে। প্রসঙ্গত, মালদার মোথাবাড়িতে ভোটার তালিকায় সংশোধনের কাজে নিযুক্ত সাতজন জুডিশিয়ারি অফিসারকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখার ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলায় নারীরা যেমন সুরক্ষিত নন। তেমনি বিচারক, শিক্ষক, চিকিৎসক কেউই সুরক্ষিত নয়। তাই বাংলার মানুষ এবার পরিবর্তন চাইছেন। প্রসঙ্গত, এদিন গারুলিয়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভীম মোড় থেকে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, বিজয় কুমার পান্ডে, মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় মালো প্রমুখ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ এপ্রিল ২০২৬, ২১ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার

ভোটের রণতরী সাজাতে প্রস্তুতি ঘাসফুলের, কমিশনে জমা হল তারকা ব্রিগেডের লিস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার লড়াইয়ে কোমর বেঁধে ময়দানে নামছে তৃণমূল। ঘাসফুল শিবিরের তরফে নির্বাচন কমিশনে যে ৪০ জন 'স্টার ক্যাম্পেনার'-এর তালিকা জমা দেওয়া হয়েছে, তাতে স্পষ্ট; মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি বিনোদন জগতের গ্ল্যামারকেই জয়ের অন্যতম হাতিয়ার করতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস।

তালিকায় মমতা-অভিষেক ছাড়াও রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিকরা। তবে এবারের বিশেষ আকর্ষণ হল রুপোলি পর্দা ও খেলার জগতের নামী মুখেরা। দেব, জুন মালিয়া, রাজ চক্রবর্তী এবং সায়নী ঘোষের পাশাপাশি তালিকার নতুন সংযোজন মহুয়া মৈত্র ও ইউসুফ পাঠান। বীরভূমের বিতর্কিত নেতা অনুব্রত মণ্ডলের নাম এই তালিকায় ফিরে আসা রাজনৈতিক মহলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

দলের পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি সুব্রত বক্সী জানিয়েছেন, তআমরা প্রথম দফার জন্য যে যোদ্ধাদের বেছে নিয়েছি, তাঁরাই বাংলার কোণায় কোণায় আমাদের উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেবেন। অন্যদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতার কথায়, এই তালিকা কেবল নাম নয়, এটি আসলে আমাদের জয় নিশ্চিত করার একটি শক্তিশালী ব্লু-প্রিন্ট। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনেই নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে এই নামের তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে প্রচারের ডামাডোলে কোনও আইনি বাধা না আসে। এখন দেখার, এই তারকা-ব্রিগেড ভোটের ময়দানে কতটা ম্যাজিক দেখাতে পারে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে প্রচারে ব্যস্ত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিতে মালদার প্রচারে মমতা বিজেপিকে একহাত নিয়ে মমতা বলেন, এই সরকার দিল্লিতে আর নেই দরকার। আগে পরিবর্তন করতে হবে। দিল্লি থেকে লোকেরা দেখে দেখে সংখ্যালঘু, তফসিলি, জনজাতিদের ভোট বাদ দিয়েছে। বিজেপি কোনও ধর্মে বিশ্বাস করে না। ওদের ধর্ম একটাই, মানুষ মারার ধর্ম। আমার কেন্দ্রেও ভোট কেটে দিয়েছে ৪০ হাজার। সব অফিসারদের বদলে দিয়েছে। ৫ রাজ্যে ভোট হচ্ছে। ৫০০ অফিসার বদলেছে। বাংলাতেই সবথেকে বেশি বদলানো হয়েছে।

গরমে ভোটারদের স্বস্তি দিতে বাংলায় বাড়ল বুথ, কমিশনের নতুন কৌশল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন অষ্টাদশ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি আরও জোরদার করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটারদের সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্যে যুক্ত হচ্ছে প্রায় সাড়ে চার হাজার নতুন পোলিং বুথ, পাশাপাশি স্থান পরিবর্তন করা হচ্ছে ৩২১টি কেন্দ্রের। সব মিলিয়ে বুথের সংখ্যা পৌঁছল ৮৫ হাজারেরও বেশি। কমিশনের এক কর্তার কথায়, বাড়ির কাছেই বুথ হলে ভোটারদের অংশগ্রহণ স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে। বিশেষ করে যেখানে ভোটার সংখ্যা ১২০০ ছাড়িয়েছে, সেখানেই এই নতুন বুথ তৈরির সিদ্ধান্ত। নির্বাচনী মহলে ব্যাখ্যা, ভোটার তালিকার সাম্প্রতিক সংশোধনের পর নতুন নাম যুক্ত হওয়ায় চাপ বেড়েছে পরিকাঠামোর উপর। এক আধিকারিকের মন্তব্য, আরও নাম যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে, তাই

আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রসঙ্গত, প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল। গরমের কথা মাথায় রেখে ভোটারদের স্বস্তি দিতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। রাজনৈতিক শিবিরের একাংশের মতে, এই উদ্যোগ ইতিবাচক বার্তা দেবে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে।

উল্লেখ্য, যে সব বুথের ঠিকানা পরিবর্তন করা হচ্ছে বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো হচ্ছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বুথের প্রতিটি ভোটারকে ব্যক্তিগত ভাবে বিষয়টি জানাতে হবে। কোনও ভোটার যেন এই পরিবর্তনের বিষয়ে অজ্ঞাত না থাকেন, সে বিষয়ে কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এছাড়া নতুন বুথ তৈরি বা বুথ স্থানান্তরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রচারেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেও লিখিতভাবে এই পরিবর্তনের তথ্য জানাতে হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকদেরও বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করতে বলা হয়েছে সিইও দপ্তরকে।

আজ থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়, গরমের দাপটে বিরাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রচণ্ড উষ্ণতায় হাঁসফাঁস করছে রাজ্য। পাহাড় থেকে সমতল; সব জায়গাতেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে। দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায় পারদ ঘুরছে ৪০ ডিগ্রির আশেপাশে, ফলে অস্বস্তি চরমে। শনিবার মহানগরের তাপমাত্রা ছিল ৩৭ ডিগ্রির কাছাকাছি, কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৬ ডিগ্রি বেশি। শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৪ ডিগ্রি বেশি। তবে স্বস্তির ইঙ্গিত দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া কেন্দ্র। এক আবহাওয়াবিদের কথায়, রবিবার থেকেই আবহাওয়ার বদল শুরু হবে, ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট জোরালো। তাঁর সংযোজন, প্রথম দু'দিন তেমন তাপমাত্রা কমবে না, কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে ৩-৪ ডিগ্রি নেমে আসতে পারে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, পশ্চিমি ও

উত্তর-পশ্চিমি শুষ্ক বাতাসের দাপটেই এতদিন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকতে শুরু করেছে। ফলে আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে। সোমবার থেকে কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতেও এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মূলত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে এই সমস্ত জেলায়। দুর্যোগ চলবে বুধবার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গে আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং-সহ উত্তরের সব জেলাতেই রবিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। তার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগর থেকে ফের জলীয় বাষ্প প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তার ফলেই রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

'মূল সমস্যা মানসিকতার', বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র আক্রমণ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি সরাসরি শাসক শিবিরকে নিশানা করে দাবি করেন, সমস্যা কোনও একক ব্যক্তিকে ঘিরে নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক মানসিকতার অবক্ষয়ই এর মূলে।

শমীকের কথায়, বিষয়টা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, এটা এক ধরনের বিকৃত মানসিকতার ফল; যেখানে স্বাধীন চিন্তার বদলে বিভাজনকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ধর্মের ভিত্তিতে সমাজকে ভাঙার রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে প্রভাব ফেলছে এবং তার ফলেই উগ্রতার বিস্তার ঘটছে। তিনি আরও বলেন, এই পরিবেশেই কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। প্রশাসন কার্যত নিষ্ক্রিয়, ফলে শাসক দলের ছত্রছায়ায় এরা সুবিধা

পাচ্ছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, দলের কর্মীরা বাজার থেকে টাকা তুলছে, আর সেই ব্যবস্থাই গোটা প্রশাসনিক কাঠামোকে প্রভাবিত করছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তুলেছেন তিনি। তাঁর কটাক্ষ, এখন দেখার, কমিশন আদৌ কতটা নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে রাজনৈতিক চাপানউতোরে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল শমীকের এই মন্তব্য।

টালিগঞ্জ বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস।

উবের শাটলের পর শহরে নতুন ভরসা, পথে নামছে 'সিটিফ্লো' বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উবের শাটল পরিষেবা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দিশেহারা শহরের অফিসযাত্রীরা। সেই শূন্যতা পূরণেই ৬ এপ্রিল থেকে কলকাতার রাস্তায় নামছে অ্যাপভিত্তিক বাস পরিষেবা 'সিটিফ্লো'। শুরুতেই প্রায় ৩০০টি বাস নিয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থা।

সিটিফ্লো কর্তৃপক্ষের দাবি, যে রুটে আগে উবের চলত, সেগুলোকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, যাতে যাত্রীদের অসুবিধা কমে। রানিকুঠি, সোনারপুর, বারাসাত বা হাওড়া থেকে সরাসরি সেক্টর ফাইভ ও নিউটাউনের মতো কর্মক্ষেত্রে পৌঁছনোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংস্থার সিইও জেরিন ভেনাড বলেন, কলকাতার জন্য পরিকল্পনা আগেই ছিল, তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। এক নিয়মিত যাত্রীর কথায়, কয়েকদিন খুব সমস্যায় পড়েছিলাম, নতুন পরিষেবা শুরু হলে অন্তত স্বস্তি মিলবে। প্রথমে কম সংখ্যক বাস চালানোর ভাবনা থাকলেও যাত্রীচাহিদা বুঝে তা বাড়ানো হয়েছে। পরিবহন মহলের মতে, নির্দিষ্ট ভাড়া ও সময় মেনে চলতে পারলে এই পরিষেবাই শহরের যাতায়াতে নতুন বিকল্প হয়ে উঠতে পারে।

ফর্ম ৬ নিয়ে তৃণমূলের দাবিকে নস্যাৎ করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার ফর্ম-৬ বিতর্কে বিভ্রান্তির অবসান করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটের আগে ফের শুরু তথ্যযুদ্ধ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো এক দাবিকে ঘিরে তৈরি হল বিভ্রান্তি, আর তা খণ্ডন করতেই সামনে এল রাজ্যের নির্বাচন দপ্তর। তৃণমূল কংগ্রেস-এর একটি পোস্টে দাবি করা হয়েছিল, নির্দিষ্ট নিয়ম ভেঙে বিপুল সংখ্যায় ফর্ম ৬ জমা পড়ছে। তবে সিইও মনোজ আগরওয়াল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যে নথিগুলি জমা পড়ছে, তার বেশিরভাগই 'ডিলিটেড' ভোটারদের আবেদন সংক্রান্ত, ফর্ম ৬ নয়। দপ্তরের বক্তব্য, প্রতিদিন বহু আবেদন আসে।

সাম্প্রতিক কালে জমা পড়া আবেদনগুলির অধিকাংশই ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়াদের আপিল। আইন মেনে এই আবেদন জেলা শাসক বা নির্বাচন আধিকারিকের কাছে জমা দেওয়া যায় বলেও জানানো হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নির্বাচন দপ্তরের সরাসরি মন্তব্য, 'ফর্ম ৬ জমা পড়ছে', এই প্রচার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভোটের মুখে এই স্পষ্টীকরণ নতুন করে রাজনৈতিক তরজা উসকে দিল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এর আগে অভিযোগ জানানো হয়েছিল ৩০ হাজার ফর্ম-৬ জমা পড়েছে সিইও দপ্তরে। সিইও দপ্তরে কেন ফর্ম ৬ জমা দেওয়া হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় তৃণমূল কংগ্রেস এর তরফে।

কাজ ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে নতুন ইস্তাহার বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রাক্কালে কর্মসংস্থান থেকে নারী সুরক্ষা; বহুমুখী প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল বামফ্রন্ট। প্রকাশিত ইস্তাহারে উঠে এসেছে 'কাজই প্রধান'; এই বার্তাই। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজনের স্থায়ী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি নিবন্ধিত বেকারদের জন্য একাধিক চাকরির সুযোগ ও গ্রাম-শহরে নির্দিষ্ট কর্মদিবসের নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়ে ৭০০ টাকা করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও বড় বরাদ্দের আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে, শিক্ষায় ২০ শতাংশ ও স্বাস্থ্যখাতে ১০ শতাংশ বাজেট ব্যয় করা হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি জেলায় মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

নারী সুরক্ষা প্রসঙ্গে ইস্তাহার বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বাম নেতৃত্বের দাবি, অভয়া-সহ সমস্ত নির্যাতিতার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবেদ এবং জেলাভিত্তিক বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের কথাও বলা হয়েছে। শিল্পায়ন, কৃষকদের ন্যায্যমূল্য, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর তদন্ত; সব মিলিয়ে এক বিস্তৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপরেখা তুলে ধরেছে বাম শিবির। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু মন্তব্য করেন, মন্দির-মসজিদের রাজনীতি নয়, মানুষের কাজ ও অধিকারই আমাদের মূল লড়াই।

মনোনয়নে শক্তি প্রদর্শন, রাজ্যজুড়ে বিজেপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের লড়াই আনুষ্ঠানিকভাবে গতি পেল মনোনয়ন জমা দেওয়ার মধ্য দিয়ে। শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রার্থীদের জমা ঘিরে শক্তি প্রদর্শনে নামল ভারতীয় জনতা পার্টি। ডোমকল থেকে দার্জিলিং; বিভিন্ন জেলায় শোভাযাত্রা, মিছিল আর জনসমাগমে রাজনৈতিক উত্তাপ স্পষ্ট। দলীয় শিবিরের দাবি, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল; প্রতিটি অঞ্চলে প্রার্থীদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় শীর্ষ নেতাদের। ঝাড়গ্রামে বিষ্ণু দেও সাঁই-এর উপস্থিতি যেমন নজর কেড়েছে, তেমনই খড়গপুরে শোভাযাত্রায় অংশ নেন একাধিক নেতা। দলীয় বক্তব্যে উঠে এসেছে আইনশৃঙ্খলা, স্বচ্ছ প্রশাসন ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। এক নেতার কথায়, দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের রাজনীতি থেকে মুক্তি চাইছে মানুষ। ভোটের আগে এই জনসমাগমকে কার্যত 'মুড ইন্ডিকেটর' হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। এখন দেখার, এই মিছিলের ভিড় শেষ পর্যন্ত ব্যালটবাক্সে কতটা প্রতিফলিত হয়।

ভবানীপুর বিধানসভায় জনসংযোগে ব্যস্ত বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন হালিশহরের তৃণমূল কাউন্সিলর রাজু সাহানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়ার বিদায়ী বিধায়িকা মঞ্জু বসু তৃণমূল ছেড়ে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন। নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং-ও তৃণমূল ছেড়ে বিজেপির পথে। এবার তৃণমূল ছাড়লেন হালিশহর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তিনি দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। এমনকী রাজু সাহানি জানিয়ে দেন, খুব শীঘ্রই তিনি পদ্ম শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন। এদিন রাজু সাহানি সাংবাদিকদের জানান, তিন বছর ধরে তিনি দলে কোণঠাসা ছিলেন। দল তাঁকে গুরুত্ব দেয়নি। তাই তিনি তৃণমূল ছেড়ে দেশের সর্ববৃহৎ দল বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। রাজুর কথায়, বাংলায় পরিবর্তনের ঝড় বইছে। এবার বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে। রাজু সাহানি আক্ষেপের

সুরে জানান, ২০২২ সালে তাঁকে পুরপ্রধান করা হয়েছিল। কিন্তু একটা মামলার জন্য তাকে পুরপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এখন তিনি শুধুমাত্র একজন কাউন্সিলর। রাজু আরও জানান, বৃহস্পতিবার ভবানীপুরে গিয়ে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন। শুভেন্দু দা তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন। যাতে তিনি মানুষের জন্য কাজ করতে পারেন। তাঁর অভিযোগ, নিজের ওয়ার্ডের দলীয় কর্মসূচিতে তাঁকে ডাকা হত না। বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। রাজুর আরও অভিযোগ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক ২০ দিন আগে তাঁকে প্রচারে নামানো হয়েছিল। ভোট মিটতেই তাঁকে বিজেপির লোক বলে ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকেই তিনি দলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এদিন তিনি দুঃখের সঙ্গে জানান, দুর্গাপুজোর ঠিক আগে হালিশহর পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাগমোড় অঞ্চলে রাস্তার ধারে থাকা বেশ কয়েকটি দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই অসহায় মানুষগুলোর কথা কেউ ভাবল না। যদিও তিনি মানুষের জন্য কাজ করতে চান। নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, আগামী ৬ এপ্রিল সোমবার সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে বিহারের ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই পদ্মফুলে যোগ দিতে চলেছেন নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং এবং হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি।

সুবিধা বনাম সুরক্ষা, নারী ভোটে কোন স্রোত জোরালো?

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ভোটের প্রাক্কালে বাংলার রাজনীতিতে যত না দলীয় সংঘাত, তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে নারী ভোটারদের নীরব দ্বন্দ্ব। হাতে পাওয়া নগদ সহায়তা কি শেষ কথা, না কি প্রতিদিনের নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতা; এই প্রশ্নেই যেন ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাঁদের ভাবনা।

সরকারি হিসেবে রাজ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৩.৭ কোটি, যা মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক। ফলে এই বিশাল অংশ এখন প্রতিটি রাজনৈতিক সমীকরণের কেন্দ্রে। বিশেষ করে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের আওতায় ২ কোটিরও বেশি মহিলা সরাসরি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন; যার প্রভাব গ্রামীণ পরিবারগুলিতে স্পষ্ট। হাওড়ার এক গৃহবধূ অকপটে বললেন, এই টাকায় সংসার একটু সামলে যায়। ভোটের সময় এটা মাথায় আসবেই। কিন্তু শহরের বাস্তবতা ভিন্ন। কলকাতার এক কর্মজীবী মহিলার মন্তব্য, সুবিধা ঠিক আছে, কিন্তু নিরাপদে ফিরতে না পারলে সেই টাকার দাম কোথায়? এই প্রশ্নকে আরও তীব্র করে তুলেছে সাম্প্রতিক 'অভয়া' ঘটনা। বহু মহিলার বক্তব্যে সেই ঘটনার ছায়া স্পষ্ট। নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় যেন আরও ঘনীভূত হয়েছে। বিরোধীরা প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুললেও শাসক শিবির বলছে, অভিযোগের সংখ্যা বাড়া মানেই সচেতনতা বৃদ্ধি।

পরিসংখ্যানও এই দ্বন্দ্বকে উস্কে দিচ্ছে। জাতীয় অপরাধ নথি ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, নারী নির্যাতনের অভিযোগের নিরিখে রাজ্য শীর্ষের

দিকেই। ফলে রাজনৈতিক প্রচারে উন্নয়ন ও নিরাপত্তা; দুই ইস্যুই সমান্তরালভাবে উঠে আসছে। উত্তর কলকাতার অলিগলিতে সেই টানাপোড়েনের প্রতিফলন ধরা পড়ল;সুস্মিতা দে, শ্যামবাজারের বাসিন্দা বলেন, টাকা পাই ঠিকই কিন্তু 'অভয়া'র পর থেকে রাতে ফিরতে ভয়টা বেড়েছে। রীনা পাল, বেলগাছিয়ার বাসিন্দা বলেন, এই টাকাটা খুব দরকার, কিন্তু মেয়েকে একা বেরোতে দিলে এখন একটু চিন্তা হয়।

মৌসুমী সেন বলেন, অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়। ওই ঘটনার পর মনে হয়; পুরোপুরি নিরাপদ নই। অনন্যা মুখার্জি বলেন, সুবিধা দরকার, কিন্তু সিকিউরিটি নিয়ে এখন অনেক বেশি ভাবছি। কাকলি দত্ত বলেন, টাকা বন্ধ হলে কষ্ট হবে, কিন্তু ভয়টা এখন মাথায় ঘুরে বেড়ায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রামীণ ভোটারদের কাছে আর্থিক সহায়তা এখনও প্রধান চালিকা শক্তি। তবে শহুরে মহিলাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ক্রমশ নির্ণায়ক হয়ে উঠছে। এক শিক্ষাবিদের কথায়, গ্রাম ও শহরের অগ্রাধিকার আলাদা; এটাই এবারের ভোটে বড় ফ্যাক্টর। অর্থনৈতিক স্বস্তি বনাম ব্যক্তিগত সুরক্ষা; এই সূক্ষ্ম ভারসাম্যের উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে নারী ভোটের ভবিষ্যৎ। শেষ পর্যন্ত কোন দিক ভারী হবে, তার উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ব্যালট বাক্সে; আর সেই উত্তরই নির্ধারণ করতে পারে বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।

সম্পাদকীয়

হরমুজ-জটে আটকে বিপন্ন ২০ হাজার নিরপরাধ নাবিক-কর্মীর জীবন

যুদ্ধের মাশুল গুনতে হচ্ছে ওদেরও। ওরা মানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ২০ হাজার নিরপরাধ নাবিক ও কর্মী। মার্কিন-ইজরায়েলি হামলার মুখে ইরানের হাতিয়ার হরমুজ প্রণালী। যে সংকীর্ণ সমুদ্রপথ ধরে গোটা বিশ্বের সিংহভাগ জ্বালানি ও পণ্য চলাচল হয়। ইরানি সেনা হুমকি দিয়েছে, হাতেগোনা কয়েকটি মিত্র রাষ্ট্র বাদে অন্য সব দেশের জাহাজ আটকে দেওয়া হবে। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে পণ্য ও জ্বালানিবাহী জাহাজে সামরিক হামলা হবে। তেহরানের এই হুমকির পর মাঝ-সমুদ্রে আটকে থাকা অগুনতি জাহাজের প্রায় ২০ হাজার নাবিক-কর্মীর জীবন বিপন্ন। পণ্য চলাচল বন্ধ থাকায় তাঁরা সমুদ্রেই বন্দি। এর জেরে ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে মজুত খাদ্য, পানীয় জল ও অন্যান্য জরুরি রসদ। প্রসঙ্গত, ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর নিজস্ব দল সাধারণত সমুদ্রে পণ্যবাহী জাহাজের নাবিকদের সহযোগিতা করে। জানা যাচ্ছে, আটকে থাকা জাহাজের এক নাবিক সপ্তাহখানেক আগে সংস্থার কাছে ই-মেইল পাঠিয়ে সাহায্যের আর্জি জানান। তিনি গোটা ঘটনা এবং পরিস্থিতি উল্লেখ করে সহায়তা চান। সংস্থা সূত্রে খবর, তাদের কাছে জানানো হয়েছে, যত সময় যাচ্ছে জাহাজগুলিতে মজুত খাবার এবং পানীয় জলে টান পড়ছে। এই পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদী হলে না খেয়ে মরতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন-এর তথ্য বলছে, হরমুজে ২০ হাজারের বেশি নাবিক এবং কর্মী আটক রয়েছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারির পর থেকে এই প্রণালীতে তেল এবং গ্যাসবাহী জাহাজে হামলায় ইতিমধ্যেই আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। রক্তক্ষয়ী সংঘাতের জেরে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইরান। হরমুজ খুলতে ইরানকে বারবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে আমেরিকা। কিন্তু নির্দিষ্ট শর্ত দিয়ে অনড় ভূমিকা নিয়েছে ইরানও। আর এরমধ্যে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ভয় এবং রসদ ফুরিয়ে আসার উদ্বেগ নিয়ে সমুদ্রে কাটাতে হচ্ছে প্রায় ২০ হাজার নিরপরাধ নাবিক ও কর্মীকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ-সহ আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি কি এখনও চুপচাপ বসে থাকবে?

শব্দছক ১২১

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. চাঁদ ৩. বিদ্রোহ করেন যিনি ৫. সংবাদ ৬. অশ্ববল্গা ৮. সূর্য ১০. বাঁশের লম্বা কঞ্চি ১২. মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে ১৪. স্নান ১৬. ধান্য ১৭. কোনো স্থানে অবস্থান করে বিক্ষোভ ১৯. সপ্তাহের প্রথম বার ২১. ছোট গল্প বা নাটিকা ২২. প্রতাপশালী ব্যক্তি ২৩. ঢেউ

ওপর-নিচ: ১. আলোচিত ২. ননী ৩. অতি অল্প সময়ের জন্য যে ক্ষণ পরিলক্ষিত হয় ৪. হীরক ৭. যথোপযুক্ত অর্থবহন করে যা ৯. উৎসব ১১. লাক্ষা ১২. মনোলোভা রূপ ধারণ করে যে বা যাহা ১৩. মৃত গবাদিপশু ফেলার জায়গা ১৪. যার মৃত্যু নেই ১৫. গর্ধব ১৭. পরিশ্রমের ক্লান্তি ১৮. ভালোবাসার প্রেমিকজন ২০. ব্রাহ্মণ

সমাধান ১২০ — পাশাপাশি: ১. নাগরাজ ২. মায়াধারী ৩. ঝালর ৪. আহত ৬. সতী ৮. কাটা ১০. নাতনী ১২. ধারালো ১৩. কনকনে ১৪. নিশি ১৫. কালাকাঁদ ১৬. অরণ্য ১৭. বক্ষ

ওপর-নিচ : ১. নাগরাজ ২. মায়াধারী ৩. ঝালর ৪. আহত ৬. সতী ৮. কাটা ১০. নাতনী ১২. ধারালো ১৩. কনকনে ১৪. নিশি ১৫. কালাকাঁদ ১৬. অরণ্য ১৭. বক্ষ

আজকের দিন

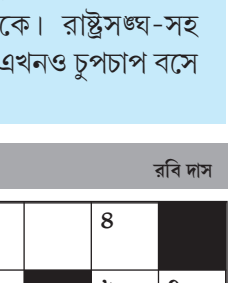

- ১৯৩০ — মহাত্মা গান্ধী ডান্ডিতে পৌঁছান, যার ফলস্বরূপ ভারতে লবণ আইন ভঙ্গ হয়।
- ১৯৫৫ — উইনস্টন চার্চিল যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।
- ২০১০ — ভারতের ছত্তিশগড়ে এক ভয়াবহ নকশাল হামলায় ৭৩ জন সিআরপিএফ জওয়ান নিহত হন।

জন্মদিন

জগজীবন রাম

- ১৯০৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জগজীবন রামের জন্মদিন।*
- ১৯৪৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুখেন্দুশেখর রায়ের জন্মদিন।*
- ১৯৭৭ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মিথিল দেবিকার জন্মদিন।*

অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম অর্জুন সিং

সুবল সরদার

উত্তর ২৪ পরগণা নোয়াপাড়া বিধান সভার অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম অর্জুন সিং। ভাটপাড়া থেকে তিনি টানা চারবারের বিধায়ক ছিলেন। এবার নোয়াপাড়া থেকে তৃণমূলের প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর- নাম অর্জুন সিং। মহাভারতের মহাবীর অর্জুনের মতো তিনি এখন পাখির চোখ দেখছেন। ২৬-এর মহাভারতের এই যুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারী যদি লক্ষ্যভেদী অর্জুন হন, অর্জুন সিং হবেন এই নির্বাচনী মহাযুদ্ধের মহাবীর ভীম। এই যুদ্ধে একদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি মানে পান্ডব যেখানে ন্যায়, নীতি, আদর্শ, প্রেম, ভালোবাসা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জীবনের সুখ- দুঃখের গল্প আছে তেমনি বেকারদের স্বপ্ন, চাকুরীহারাদের চাকুরী আছে,শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আছে। চাকুরীজীবীদের আপটুডেট ডিএ, সপ্তম পে কমিশন বসছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সতেরশ বেড়ে হচ্ছে তিন হাজার চারশ টাকা, বেকার ভাতা দেড় হাজার বেড়ে তিন হাজার টাকা। উন্নয়নের সাথে আইন, শৃঙ্খলা, শান্তি আছে, নারীর অধিকার সুরক্ষার অগ্রাধিকার আছে। এই হচ্ছে বিজেপির সংকল্প পত্র। এখানে প্রতিপক্ষ তৃণমূল মানে কৌরব-দুঃশাসন যেখানে চুরি, ডাকাতি, খুন, খারাপি, রাহাজানি, লাশের রাজনীতি, দেশ বিরোধী চক্রান্ত মনে হয় তৃণমূল বঙ্গের উগ্রপন্থীদের স্লীপার সেল হয়ে কাজ করছে। তৃণমূল সুপ্রিমো হচ্ছেন গণতন্ত্রের দানবিক রূপ, মনে হয় তিনি গ্রীক মাইথোলজির দানবী মেদুষা। তাঁর চোখে শুধু রক্তের নেশা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের তিনি তোয়াক্কা করেন না, স্বৈরাচারী শাসকের শাসন যেমন হয়। নিপীড়িত মানুষের উৎকণ্ঠায় প্রাণ যায়। বঙ্গ এখন নৈরাজ্যের পীঠস্থান। মধ্যযুগের মাৎসায়ন দশা চলছে। চারদিকে হতাশা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস আর ভয়ের পরিবেশ ভয়ঙ্করভাবে বিরাজ করছে। তৃণমূলের বিষাক্ত বাতাসে জনগণের প্রাণ ফটফট করছে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে ভোটের দামামা বেজে ওঠে, নির্বাচনী নির্ঘণ্ট। উত্তর ২৪ পরগণার নোয়া পাড়া থেকে ভেসে ওঠে অর্জুন সিংয়ের নাম। মানুষের পাশে, মানুষের সাথে

সারাক্ষণই তিনি আছেন। জনগণের মন্দিরে তিনি থাকতে ভালোবাসেন। তিনি বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। প্রাণের টানে, জনগণের ভালোবাসার টানে তিনি তৃণমূল দল থেকে পদত্যাগ করেন, বিজেপিতে যোগদান করেন। বিজেপি তাঁর যোগ্য, সঠিক স্থান বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু বিজেপিতে যোগদানের পর তিনি তৃণমূলের রোষানলে পড়েন। একের পর এক কেসে ফেঁসে যান। রাজনীতি করবেন না কোর্টে কোর্টে ঘুববেন? তিনি বারবার বলেছেন তাঁর বিরুদ্ধে এতো কেস দিয়েছে তৃণমূল সরকার গিনেস বুকে নাম উঠে যাবে। কেসের হাত থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে তিনি আবার তৃণমূলে ফিরে যান। কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে বিজেপির দিকে, জনগণের সাথে। তাই ফিরে আসেন বিজেপিতে। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয় ললিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। দেখেছি তিনি সারাক্ষণ নোয়া পাড়ার খবরাখবর নিচ্ছেন। কথা বলার সময় দেখছি দুচার জন লোক এসেছে নোয়াপাড়া থেকে তাদের সমস্যা নিয়ে, তিনি হাসিমুখে কথা বলেছেন কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে টেলিফোনে বলে দিচ্ছেন। তারা চলে যাওয়ার পর একদল সাংবাদিক এসে হাজির। তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি হাসি মুখে। নির্বাচনের কত আগে থেকেই তিনি নির্বাচনী প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন! অর্জুন সিং শুধু নেতা নয়, জনপ্রিয় জননেতা। মানুষের সাথে মানুষের পাশে সর্বদা তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি জনগণের কণ্ঠস্বর। নোয়াপাড়া থেকে তাঁর জয় সুনিশ্চিত আগে থেকেই বলা যায়। সেখানকার জনগণের ভাষা তাই বলছে। দক্ষিণ কলকাতার ভাটপাড়া অর্জুন সিংয়ের খাসতালুক থেকে পবন সিংয়ের জয়ও সুনিশ্চিত বলা যায়। সেখানে তৃণমূলের প্রার্থী অমিত গুপ্ত এক অচেনা মুখ। ২০০১ সাল থেকে অর্জুন সিং তৃণমূলের কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে টানা চারবারের বিধায়ক ছিলেন। মার্চ ২০১৯, অর্জুন সিং ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন এবং ব্যারাকপুর লোকসভা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন তৃণমূলের প্রার্থী দিনেশ ত্রিবেদীকে হারিয়ে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হলে উন্নয়নের বন্যা বয়ে যায় যাবে এক কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন। জগদ্দল পাষাণ থেকে জনগণ মুক্তি পাবে, নারী মুক্তির নতুন সূর্যোদয় হবে, ২৬ র নির্বাচন সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

নির্বাচনী মেঠো পথে তৃণমূলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য জীবন সাথী হলো অশরীরী ভুয়ো ভোট আর সংখ্যালঘু ভোটারদের অকুণ্ঠ সমর্থন তা কিন্তু কারও অজানা নয়। ছাব্বিশের নির্বাচন। এই একটিমাত্র নির্বাচন এবং এই প্রথম নির্বাচন যেখানে এই দুই ভোটার ট্রেজারিতে তৃণমূল এখন অনেকটা হাত পা কাটা জগন্নাথ দর্শি। এমন অচলা জগন্নাথ দীঘার সৈকত থেকে নবান্নে গমন আদৌ করতে পারে কিনা তার জন্যে তো আগামী মে মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়। অন্তত প্রত্যাশিত সাংবিধানিক পরিস্থিতিতে তো বটেই।

স্যারের জমানায় তৃণমূলের সংখ্যালঘুও ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

সুবীর পাল

এ যে সেই বিখ্যাত ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গল্পকথা মনে পড়ে যায়। সৃষ্টিই ধ্বংস করে বসলো সৃষ্টিকর্তাকে। বর্তমানে রাজ্য রাজনীতির চালচিত্রটাও অনেকটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন স্বরূপ। যে সংখ্যালঘু ভোটের লালিত সমর্থনে এতদিন তৃণমূলের জেট গতির পরম্পরার উত্থান, সেই সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ গ্রীণরুমে একাংশের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ঘাসফুল বাগান যে বিমর্ষের ছায়ায় ক্রমান্বয়ে মুহ্যমান।

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন যত দ্রুত এগিয়ে আসছে তত যেন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভোট ঘোটের কালো মেঘ জাঁকিয়ে বসেছে অনেকটা অবাধ্য আস্ফালনে। এমনকি এর থেকে মুক্তি নেই রাজ্য শাসক দলেরও। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের নিশ্চিত ভোটারের থলিতে এবার যেন অশনি সংকেতের সিঁদুরে মেঘ ক্রমেই ঘনিয়ে এসেছে দেশজ সংবিধানে আশ্রিত স্যারের বজ্র কঠিন আঁটুনির মধ্যে দিয়ে।

আমাদের রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক একটা বড় ফ্যাক্টর। বছর পনেরো আগে পর্যন্ত যা ছিল এক তরফা ভাবে সিপিএমের প্রাণ ভোমরা নির্বাচনের ময়দানে, সম্প্রতি তা প্রায় একশো শতাংশই গৃহসঙ্গী হয়ে উঠেছে তৃণমূলের ড্রইংরুমে। এর স্মুথ ট্রান্সফরমেশনের মূল কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুধেল গাইয়ের লাথি সহ্য করা'র অন্ধ নীতি প্রণয়নের অবাধ তত্ত্ব। আর সেই লাথির গভীরতা যে কতদূর সার্থক ভাবে পর্যবসিত হতে পারে তা অতি সদ্য মালদার ঘটনা সমগ্র দুনিয়াকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যেখানে আক্রমণের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে একাধিক বিচারক। অতএব, পরের দিন সকালেই সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তীব্র ভর্ৎসনা করতে বাধ্য হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে ডাইরেক্ট নিশানা করে। এমনই দৃষ্টান্ত হলো মুখ্যমন্ত্রীর এক চোখের নির্লজ্জ একপেশে সংখ্যালঘু তোষণ। আর এই তোষণের সুযোগ্য ভায়েস ভার্সা প্রতিদানের কারণেই এতকালের বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুখস্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি এমনতর দুধেল গাই সমৃদ্ধ বঙ্গভূমে।

কিন্তু এবার পরিস্থিতিটা যেন একটু অন্যরকমের। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের নিশ্চিত ভেজাল সংখ্যা তত্ত্বে যেন মিস্টার জ্ঞানেশের 'ভ্যানিস ডোজ' কাটাকুটির নাছোড় দস্তুরে মেতে উঠেছে। অনেকটা মনসার নির্দেশে লখিন্দরের লৌহকঠিন বাসরঘরে ছিদ্র সৃষ্টি করার অনুকরণে। এখানে মনসার ভূমিকায় আদৌ দেশের নির্বাচন কমিশন কিনা সেটা পাঠকেরাই ভালো বলতে পারবেন। ফলে ২০১১ সালের পর রাজ্য শাসক তৃণমূল যে আজ ২০২৬ সালের নির্বাচন প্রাক্কালে এসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, তা সদ্যজাত একটি নবজাতকও অনুভব করতে পারছে।

বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করলে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটে প্রথম ভূকম্পন সৃষ্টি হয় গত বছরের নভেম্বর মাসে। তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া মুসলিম নেতা হুমায়ুন কবীর তখনই ঘোষণা করে দেন, ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ আদলে মুর্শিদাবাদে তৈরি হবে নয়া বাবরি মসজিদ। এরই পরম্পরার সূত্র ধরে হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দল জনতা উন্নয়ণ পার্টির (জেইউপি) সঙ্গে হাত মেলায় আসাদউদ্দীন ওয়াইসির মিম বা অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন। ক্রমেই রাজ্যের এই নবতম জোট অদ্ভুত ভাবে রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় শিকড় প্রসারিত করে চলেছে বিদ্যুৎ গতিতে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তো এই জোট সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেয়ারের ভোট থলিতে ইতিমধ্যেই জবরদস্ত কামড় বসিয়েছে বলে অনেকেরই অনুমান।

এখানেই শাসকের দুঃস্বপ্নের অন্ত নেই। কলকাতার উপকণ্ঠে দুই ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী এলাকাতেও যে তৃণমূল এতদিন বুক ফুলিয়ে দুধেল গাইয়ের দুধ পান করতো একচেটিয়া ভাবে, সেখানেও কিন্তু শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর পলিটিক্যাল পার্টি ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ এইসব স্থানের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি ময়দানে নেমে পড়েছে।

ফলে তৃণমূল জমানায় এই প্রথম কোনও রকম রাখঢাক না করে মুসলিম ভোটের অন্দরমহলে একটা স্পষ্ট বিকল্প মেরুকরণের বিভাজন ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের এ যাবৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে দিয়ে। এই নয়া জোট বা দলগুলো কতটা রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূলের ভোট ভান্ডারে ছোবল মারতে পারবে বা নাকি 'পর্বতের মুশিক প্রসব' ঘটবে তা ভোট গণনার দিন 'বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলেন্ পরিচয়' হয়ে যাবে। তবে এই মুহূর্তে এইসব অপ্রত্যাশিত ইকুয়েশন গুলো তৃণমূলের মেরুদন্ডে হিমেল স্রোত বইতে যে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছে তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিকতম ধারাবাহিক বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তথ্যগত পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১ সালে এই রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৭। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়েছে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০'য়ে। আবার জেলাওয়াড়ি এই সংখ্যাতত্ত্বটি যথেষ্ট অবাক করার মতো। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে সংখ্যালঘুদের বাস প্রায় ৫০। বীরভূম বা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩৫ মুসলিমেরা রয়ে গেছেন। আবার যদি বিধানসভা ভিত্তিক পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে ২৯৪টি মোট আসনের মধ্যে ১১২টি কেন্দ্রে ২৫ এবং ৮৯টি নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৩০ জনগন হচ্ছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী। সুতরাং রাজ্যের এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি আসনে মুসলিম ভোট নির্বাচনী ফলাফলকে সরাসরি প্রভাবিত এখনও করে চলেছে এই রাজ্যে। আর তারই একশো শতাংশ ডিভিডেন্ডের ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল শেষ পনেরো বছর ধরে লাগাতার। এমতাবস্থায় বিজেপিকে বারবার টিস্যু পেপারে নিজেদের ঘাম মুছে 'আগলি বার দেখ লুঙ্গা' বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এইসব স্পর্শকাতর আসনে বিজেপির ঝুলিতে জমা পড়ে মাত্র পাঁচটি আসন। সেখানে ২৫ শতাংশ মুসলিম জনগন বিশিষ্ট ১১২টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জিতেছিল ১০৬টি আসন। আবার ৮৭টি আসনে টিএমসি আবীর উড়িয়েছিল ৩০ শতাংশ মুসলিম বিশিষ্ট ৮৯টি কেন্দ্রের মধ্যে। সুতরাং একটা কথা পরিষ্কার, মুসলিম ভোট তৃণমূলকে একচেটিয়া ভাবে অক্সিজেন যুগিয়েছিল ২০২১ সালেও, এতে কোনও দ্বিমতের অবস্থান নেই।

আরও একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে তৃণমূল মোট মুসলিম ভোটারদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ এর সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল একেবারে তুরুপের তাস হাতে পাওয়ার মতো। আবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেই সংখ্যালঘু ভোট তাদের পক্ষে শ্রাবণ বর্ষণের মতো ঝড়ে পড়ে ৮৩ শতাংশ'য়ে।

সিএএ ও এনআরসি ইস্যুতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কিন্তু কয়েক মাস আগেও যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। গত বছরের শেষ দিকে সেন্টার ফর দ্য স্ট্যাডি ডেভেলপিং সোসাইটির একটি জড়িপে উঠে আসে, রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে ৫৩ শতাংশ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। তবে ২৬ শতাংশ কিন্তু উনাকে আর চান না বাংলার প্রশাসক হিসেবে। বাকি ২১ শতাংশ অবশ্যই এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। সুতরাং ৪৭ শতাংশ সংখ্যালঘুরা কিন্তু বড্ড মাত্রায় ঘোলা জলে প্রাচীরের উপরে বসে পরিস্থিতি নজর রাখছে। যা কিন্তু কিছুটা হলেও তৃণমূলকে ভাবিত করেছিল। এ হেন পরিস্থিতিতে অনেকটাই অপ্রত্যাশিত ভাবে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো অনেকটা চলতি মরশুমে চাগিয়ে উঠেছে মিম, আইএসএস ও জেইউপি'র মতো মুসলিম ডোমিনেটেড দলগুলোর তেড়ে ফুঁড়ে উঠে আসা। এরা যদি স্ব স্ব আসনে মুসলিম ভোটারদের ঢলে ৮ শতাংশ -১০ শতাংশ ভোট ভোকাট্টা করে দেয় স্রেফ জ্যাতাভিমানের দোহাইয়ে, তবে তো সেই থরহরি কম্পমানের সুনামি অভিঘাত যে কালিঘাটের রাজনৈতিক মাটিতে আছড়ে পড়তে বাধ্য অবশ্যম্ভাবী পর্যায়ে।

এর উপর আবার উড়ে এসে জুড়ে বসেছে রাজ্য জুড়ে স্যার প্রক্রিয়া। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে। শেষমেষ ভারতীয় বিচারব্যবস্থার স্বঘোষিত ব্যবস্থাপনায়। পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে তাতে মোটামুটি ৯০ লক্ষের ধারে পাশে ঘোরা ফেরা করবে নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের তালিকা। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যের মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৭৮ জন। সুতরাং তার মধ্যে ৯০ লক্ষ বিয়োজন। তবে বেশ কিছু সংযোজনও হবে সম্পূর্ণ এসআইআর বা স্যার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে। এক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজন মোটামুটি পর্যালোচনা করলে প্রাথমিক ভাবে মোট ভোটারের সংখ্যা থেকে প্রায় ১০ শতাংশ সরাসরি বাতিল হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। যার অধিকাংশই হলো ভুতুড়ে ভোটার, মৃত ভোটার এবং অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ভোটার হিসেবে ইতিমধ্যেই চিহ্নিতকরণ হয়েছে। অভিযোগ, এইসব সিংহভাগ জালিয়াত ভোটার তৃণমূলের মেশিনারির মদতে ভোটার তালিকায় জায়গা দখল করে নিতে পেরেছিল টিএমসিকে ভোট দেবার শর্তে। আক্ষরিক অর্থেই এই বাদ যাওয়া অধিকাংশ অশরীরী ভোটারই হলো ঘাসফুল শিবিরের অটুট ছায়া ভোট সম্পদ।

এবারে আশা যাক আরও একটি পরিসংখ্যানে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ৪৫ শতাংশ ভোট। বিজেপি পায় ৩৬ শতাংশ সমর্থন। সুতরাং রাজ্যে এক বছর আগে শাসক দল ৯ শতাংশ ভোট বিরোধী পার্টি থেকে বেশি পেয়ে যায়। আর এখন স্যারের ঝড়ো দাপটে প্রায় ১০ শতাংশ ভুয়ো ভোটার বাদ পড়ার সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ ভোটের বাজারে ৯:১০ অনুপাত কিন্তু গভীর এবং পিচ্ছিল গিরিখাতেরই অনিশ্চিত ইঙ্গিত। সুতরাং এইসব পরপর ঘটনাবলির জেরে টিএমসির রক্তচাপ যে এখন অনেকটাই বিপজ্জনক বর্ডারে উর্ধ্বমুখী তা নিশ্চয়ই রাজ্যবাসীও বুঝে গেছেন।

নির্বাচনী মেঠো পথে তৃণমূলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য জীবন সাথী হলো অশরীরী ভুয়ো ভোট আর সংখ্যালঘু ভোটারদের অকুণ্ঠ সমর্থন তা কিন্তু কারও অজানা নয়। ছাব্বিশের নির্বাচন। এই একটিমাত্র নির্বাচন এবং এই প্রথম নির্বাচন যেখানে এই দুই ভোটার ট্রেজারিতে তৃণমূল এখন অনেকটা হাত পা কাটা জগন্নাথ দর্শি। এমন অচলা জগন্নাথ দীঘার সৈকত থেকে নবান্নে গমন আদৌ করতে পারে কিনা তার জন্যে তো আগামী মে মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়। অন্তত প্রত্যাশিত সাংবিধানিক পরিস্থিতিতে তো বটেই।

চর্চাবাসর ১১৮

বাংলা শব্দ 'জনগণনা', যার অর্থ 'জনগণনা', এর উৎস সংস্কৃত। জন (Jana) সংস্কৃত ' জন' (jana) থেকে উদ্ভূত , যার অর্থ 'জনগণ', 'ব্যক্তি' বা 'প্রাণী'। গণনা (গণনা) সংস্কৃত গণনা থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'গণনা', 'হিসেব' বা 'গণনা'। সুতরাং, এর আক্ষরিক মূল অর্থ হলো 'লোক গণনা করা'।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মুর্শিদাবাদে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলে!

সুতির বিদায়ী তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ জেলা পরিষদের সভাধিপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুতি: নির্বাচনের প্রাক্কালে মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সুতির বিদায়ী তৃণমূল বিধায়কের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের দড়ি টানাটানি চলছিল। তবে অত্যন্ত চাপা ভাবে। এবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা কোনও রাখঢাক না-করেই সমস্তটাই প্রকাশ্যে এনেছেন। রুবিয়া সুলতানা একটি ভিডিও করে নিজেই সংবাদ মাধ্যমগুলিকে দিয়েছেন। সেখানে বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী ইমানি বিশ্বাসের ওপর তাঁর আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঠিক নির্বাচনের সময়ে খোলা বাজারে চলে এসেছে এবং তার প্রভাব যে তৃণমূলের ভোট বাক্সে পড়তে চলেছে রাজন্যমহলে তারও জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। রুবিয়া সুলতানা বলেন, 'ওঁর নোংরামি অনেক টলারেট করেছি। কিন্তু আর নয়। একটা সময়ের অপেক্ষায় আছি।' কোন সময়ের ইঙ্গিত করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি। সম্পর্কে ইমানি বিশ্বাস রুবিয়া সুলতানার ভাশুর (স্বামীর দাদা)। তবে কী ঘরোয়া বিবাদ এবার রাজনীতির মাঠে চলে আসছে? রাজনৈতিক মহলের অবশ্য এমনটাই ধারণা। সুতি বিধানসভায় দুই তৃণমূল নেতা নেত্রীর আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে ফায়দা তুলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিরোধীরা। ইমানি বিশ্বাস অবশ্য বলেছেন, সভাধিপতির ভিডিও বার্তা কোন প্রবাব পড়বে না নির্বাচনী ক্ষেত্রে। টিকিট না-পেয়ে উনি মনের জ্বালায় এসব করছেন।

ঘটনার সূত্রপাত সুতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী জনসভাকে কেন্দ্র করে। গত ২ মার্চ সুতির কেডি স্কুল মাঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী জনসভা ছিল। সেই জনসভার মঞ্চে নাম রাখা হয়নি মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানার। এন্ট্রান্স গেট থেকেই তাঁকে নিরাপত্তা রক্ষীরা ফিরিয়ে দিয়েছেন। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক হেলা তৃণমূল সভাপতি খলিলুর রহমানের কাছে দরবার করেও তিনি কিছু করতে পারেননি বলেই সভাধিপতি তাঁর ভিডিও বার্তায় উল্লেখ করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে উঠতে না-পারায় তাঁর গোঁসা হয়েছে। রুবিয়া সুলিতানা বলেন, 'জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মঞ্চে ওঠার আমার এক্তিয়ার আছে। আগেও মুখ্যমন্ত্রীর সভায় এভাবেই আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ২০১৮ সাল থেকে উনার এই নোংরামি সহ্য করে আসছি। কিন্তু আর নয়। সংবাদ মাধ্যমের অনেক প্রতিনিধি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন এবং পরদিন সংবা পত্রেও মঞ্চে আমার না-থাকা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। সবাইকে জানানো দরকার মনে করেই জানালাম।' রুবিয়া সুলতানা আরও বলেন, সুতিতে উনি মনে করলে অনেক বড় কাজ করতে পারতেন। কিন্তু নিজের ছাড়া উনি কিছুই বোঝেন না।

অধীর চৌধুরীর হাত ধরে বিড়ি শিল্পপতি ইমানি বিশ্বাসের রাজনীতিতে পদার্পণ ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে। ২০১১ বিধানিসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে লড়েন ইমানি বিশ্বাস। ৭৩ হাজার ৪৬৫ ভোট পেয়ে নিকটতম আরএসপি প্রার্থী জানে আলম মিঞাকে ১৭ হাজার ৪১৫ ভোটে পরাজিত করেন। এক বছরের মধ্যে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে সুতি কেন্দ্র থেকে লড়ে কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন রেজার কাছে ৩ হাজার ৯৫০ ভোটে পরাজিত হন। ইমানি বিশ্বাস ৮০ হাজার ৬৭ ভোট পেয়েছিলেন। ২০২১ সালে ফের তৃণমূলের টিকিট পান ইমানি বিশ্বাস। সেবার ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৫৫ ভোট পেয়ে নিকটতম বিজেপি প্রার্থী কৌশিক দাসকে ৭০ হাজার ৩৬৬ ভোটে পরাজিত করেন। ইমানি বিশ্বাস ৫৮.৮৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। ২০২৩ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাতৃবধূ রুবিয়া সুলতানাকে তিনিই রাজনীতিতে এনে জেলা পরিষদ আসনে দাঁড় করান। নির্বাচনে জিতে রুবিয়া সুলতানাকেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি করে তৃণমূল নেতৃত্ব। এখন সেই ঘরোয়া রাজনীতিই জেলা তৃণমূল নেতাদের ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। তাও আবার বিধানসভা নির্বাচনে। যখন তৃণমূলের ঘাড়ে বিজেপি নিশ্বাস ফেলছে।

তৃণমূল প্রার্থীর নামে দেওয়াল লিখনে গোবর লেপার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের নামে লেখা দেওয়ালে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা গোবর লেপে দেয় বলে অভিযোগ। কাঁকসার জাটগরিয়া এলাকায় বেশ কিছু দেওয়াল লিখন করা হয়েছিল প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে। শনিবার সকাল থেকেই স্থানীয়রা দেখেন বেশ কিছু দেওয়ালে গোবর লেপে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা। এই ঘটনায় বিজেপির দিকেই আঙুল তুলেছেন তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের অভিযোগ প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে এলাকায় বহু দলীয় পতাকা লাগানো হয়েছিল। সেগুলি যেমন খুলে নেওয়া হয়েছে এছাড়াও বেশ কিছু দেওয়াল লিখন নষ্ট করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই কাজ করেছে। বিজেপি ভোটের লড়াই করতে গিয়ে হেরে যাবে বুঝতে পেরে। তারা এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে।

যদিও এই বিষয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিজেপি এই সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নয়। তার দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই উলটে তাদের দলীয় পতাকা ছিড়ে ফেলে দিয়েছে কাঁকসার আড়া এলাকায়। তারা এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তার দাবি এই ঘটনা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই হয়েছে। দু'পক্ষের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে কেউ দেওয়ালে গোবর লেপছে আর কেউ ফ্লেক্স ফিরছে। তারা মানুষের হৃদয় দখলে বিশ্বাসী। দলের সমস্ত কর্মীদের তিনি শান্ত থাকার এবং কোনো রকম ভাবে কোন গণ্ডগোল বা অশান্তিতে জড়িয়ে না পড়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

শুভেন্দুর হাত ধরে মনোনয়ন জমা দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা ও পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর মহকুমায় থাকা আটটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এদিন শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন জমা দেন দিলীপ ঘোষ। খড়্গপুর শহরের গোলবাজারে রাম মন্দিরে দিলীপ ঘোষ সস্ত্রীক পুজো দেওয়ার পর সেখানে মহকুমার অন্য সাতটি বিধানসভার প্রার্থীরা এসে পৌঁছন। সেখানে উপস্থিত হন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত ও রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী দিলীপ ঘোষের নির্বাচনী সাফল্য কামনা করে তার গলায় মালা পরিয়ে দেন। একইভাবে দিলীপ ঘোষও ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর জয় কামনা করে তার গলায় মালা পরান। তারা সকলে একটি ট্যাবলোতে চড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা-সহ খড়্গপুর, সবং, ডেবরা, পিংলা, নারায়ণগড়, দাঁতন, কেশিয়াড়ি ও খড়্গপুর গ্রামীণের প্রার্থীদের নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

এদিন বেলা বারোটা নাগাদ ঝাড়গ্রামের চারটি বিধানসভা বিনপুর, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থীরা ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে তাদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।

পরিত্যক্ত শিশুকন্যাকে আগলে রাখল চার সারমেয়

নিলয় ভট্টাচার্য ■ নদিয়া

অনন্য সংবেদনশীলতার পরিচয় দিল একদল পথকুকুর। ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকা অসহায় শিশুটিকে কামড়ানো বা ক্ষতি করা তো দূরস্ত, বরং চারটি কুকুর মিলে তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখে কার্যত 'রক্ষাকবচ' হিসেবে কাজ করছিল। তাদের অস্বাভাবিক চিৎকার এবং বারবার ঝোপের ভিতর যাতায়াত করার দৃশ্য নজর কাড়ে এক টোটোচালকের। নবদ্বীপ থেকে যাত্রী নামিয়ে ফেরার পথে ওই চালক কুকুরের কান্নার আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতেই ঝোপের মধ্যে শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন। ওই চালকের তৎপরতায় এবং অবলা প্রাণীদের পাহারায় শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় একরত্তি শিশুটি।

উদ্ধার করার পর চালক শিশুটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং পরবর্তীতে পরিবারের সহায়তায় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় খবর দেন। উদ্ধারকারী পরিবারের সদস্য মিনু ভৌমিক এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান যে, যেখানে মা-বাবা নিজের সন্তানকে এভাবে ফেলে যেতে পারে, সেখানে কুকুরগুলোর এই আচরণ সমাজের কাছে এক বড় শিক্ষা। বর্তমানে শিশুটিকে চাইল্ড লাইনের মাধ্যমে একটি সরকারি হোমে রাখা হয়েছে। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডিএসপি শিল্পী পাল জানিয়েছেন, শিশুটি বর্তমানে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে সুস্থ রয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দোষীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। নারী ও শিশু সুরক্ষা দপ্তর বর্তমানে শিশুটির দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে।

মমতার আসন্ন জনসভার মাঠ পরিদর্শনে আইজি-এসপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: বনগাঁ ও হাবরায় তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করতে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিম ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার দুপুরে দু'টি এলাকার মাঠ পরিদর্শন ও বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখতে আসলেন আইজি ও জেলা পুলিশ সুপার-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ বনগাঁ স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সভা ও দুপুর দেড়টা নাগাদ হাবড়ার বানীপুর আম্বেদকর মাঠে তৃতীয় সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন প্রথম সভা করবেন চাকদা এলাকায়। তীব্র দাবদাহ এর মধ্যে কর্মীদের কোনও সমস্যা না-হয় সেই কথা মাথায় রেখে সভাস স্থলকে পুরো ছাউনি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি রাখা হচ্ছে পর্যাপ্ত পানীয় জল ও মেডিক্যাল ব্যবস্থা। এবং আগামী ১০ তারিখ বারাসতের কাছারি ময়দানে সভা করবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রী কর্মীদের কি বার্তা দেন তার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। তাদের দাবি নেত্রীর বার্তার পর কর্মীরা আরও উৎসাহী ও উৎদ্বীপিত হবে।

সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বর্ণাঢ্য মিছিল করে বীরভূমের জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন সিউড়ি বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জয় অধিকারী ও সিউড়ি বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী মতিউর রহমান।

হাঁসন বিধানসভার নলহাটি ২নং ব্লকের নওয়াপাড়া অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে ছোট্ট শিশুকে আদর তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ফায়েজুল হকের।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: শনিবার সপ্তাহের শেষ দিনে হাওড়ার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের শতাধিক তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগদান করলেন। উল্লেখ্য এই কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী চিরণ বেরার সমর্থনে এদিন আমতা বাসস্ট্যান্ডে এক পথসভায় রসপুর, আমতা-সহ কয়েকটি অঞ্চল থেকে শতাধিক তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেন। এই যোগদান লোক দেখানো বলে মন্তব্য করেছেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা তৃণমূল প্রার্থী বিমল দাস। এদিন উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা বিজেপির সভাপতি দেবাশীষ সামন্ত, গৌতম দোলুই, তপন চক্রবর্তীর মতো বিজেপি নেতৃত্ব।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব পুরুলিয়া, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার জয়পুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অর্জুন মাহাতোর সমর্থনে জয়পুরের কোটশিলার ডাকবাংলো মাঠে শুক্রবার দুপুরে নির্বাচনী জনসভার পরের দিনই শনিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন

জয়পুর বিধানসভার ঘাঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণণূলের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সঞ্চালিকা তথা কশাঙ্গী গ্রামের নির্বাচিত সদস্যা যবুনা মাহাত ও সিধি অঞ্চলের সিধি গ্রামের প্রসিদ্ধ সমাজ সেবক, পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মলয় কুমার খাওয়াস। শনিবার সকালে পুরুলিয়ার রাঁচি রোডে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জ্যোর্তিময় সিং মাহাতোর কার্যালয়ে সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ও জেলা বিজেপির সভাপতি শঙ্কর মাহাতো ও জয়পুর বিধানসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিশ্বজিৎ মাহাতোর হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেন তাঁরা।

জঙ্গলে আগুন নেভাতে ঝাঁপ প্রার্থীর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: নির্বাচনী প্রচারের ব্যস্ততার মধ্যেই মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। শনিবার প্রচারে যাওয়ার পথে আচমকাই জঙ্গলে আগুন দেখতে পেয়ে নিজেই উদ্যোগী হয়ে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

জানা গিয়েছে, এদিন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের কোটা গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছিলেন প্রার্থী। সেই সময় হঠাৎই তাঁর নজরে আসে আউশগ্রামের জঙ্গলের একাংশে আগুন জ্বলছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এক মুহূর্ত দেরি না করে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন তিনি। সঙ্গে থাকা দলীয় কর্মী ও স্থানীয়দের নিয়েও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। প্রচারের কর্মসূচি পিছিয়ে রেখে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার এই প্রচেষ্টা অনেকের নজর কেড়েছে। এলাকাবাসীর একাংশ জানান, প্রার্থী হিসেবে নয়, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই তিনি দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। এতে বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলেও মনে করছেন স্থানীয়রা।

পরে বিষয়টি পানাগড় রেঞ্জের বনদপ্তরকেও জানানো হয়, যাতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরেও একজন মানুষের দায়বদ্ধতা ও সামাজিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। প্রার্থীর সাথে ছিলেন, আউশগ্রাম দুই ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বারুই সহ আরও অন্যান্য রা। নির্বাচনের আবহে এমন মানবিক উদ্যোগ স্বাভাবিক ভাবেই আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

HIGH COURT FORM NO (M) 55 CIVIL (M) 30 CRIMINAL
APPLICATION FOR INFORMATION
Note :- application to be fill up column 1 (Except the no) 2 and 3 present it to the officer - appointed to receive such a application such application. If the information required

Serial No, and Date 1	Name and residence of the Applicant 2	Nature of information required 3	Date on which information is to be ready 4	Signature of officer receving the application 5	Remarks 6
	Md Habibullah Sk Advocate Kandi Court PO & PS- Kandi Dist- Murshidabad	In the court of Ld. A.C.JM at Kandi, Murshidabad G.R Number 1032/2014 Burwan P.S Case No- 218/2014 dt 17.05.2024 State vs Sanjit Das U/S- 147/148/149/341/511/506/120(B) IPC ১) উক্ত নং মোকদ্দমার আসামী সঞ্জিত দাস জামিনে আছেন কিনা? ২) উক্ত নং মোকদ্দমার ইং ২১.০৬.২৬ তারিখ (C.R) জন্য দিন ধার্য্য আছে কিনা?		G.R.O., Kandi Murshidabad, W.B. Date- 02.04.26	yes 10.07.24 yes

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

SBI
এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in
২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/ শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**শ্রী বিশ্বজিৎ পাল** পিতা মাদন চন্দ্র পাল **শ্রীমতি মাধুরী পাল** স্বামী বিশ্বজিৎ পাল **উভয়ের ঠিকানা :** ৬৮/৪বি, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০৬। **আরও ঠিকানা :** প্রেমিসেস নং ১৫ এ, ৩য় তল, ওয়ার্ড নং ১৭, দর্জি পাড়ার নিকট, পো বিডন স্ট্রিট, থানা : বড়তলা, কলকাতা- ৭০০০০৬। **শ্রী বিশ্বজিৎ পাল** পিতা মদন চন্দ্র পাল, ৪, অনাথ নাথ দেব লেন, কলকাতা- ৭০০০০৬। **হোম লোন এ/সি নং ৩৭৭১৮৬৮৩৬৯২ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৭৭১৮৯৩৫৮৫৬। শাখার নাম : লেক টাউন শাখা (১৫০৬)।**	অংশ -১ দায়বদ্ধতার ধরন : নেই অংশ -২ স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং পিআইআই-২এ, ৩য় তলে, পিছনের অংশে দাক্ষিণ অংশ উক্ত ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া টাইলস মেঝে সহ কমবেশি ৪০৪ বর্গফুট কমবেশি এবং যথাযথ ভাগ অংশ সম্পত্তি উক্ত প্রেমিসেসের ছাদ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ, এক বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং, এক টয়লেট, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, সকল ফিক্সচার এবং ফিটিংস কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৫এ, ছিদাম মুদি লেন, পো বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৭ অধীন, থানা : বড়তলা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস অতিরিক্ত-২, কলকাতা, পরগনা- আর বিস্তারিতভাবে। উক্ত ফ্ল্যাট মোট জমি পরিমাপ ৭ কাঠা ২ ছটাক কমবেশি সকলের ব্যবহারের চলার পথ পরিমাপ ১৩ ছটাক উত্তর থেকে দক্ষিণে একতলায় অংশত এক, অংশত দুই এবং অংশত তিন তলা পুরানো এবং ভগ্নদশা ভবনের যা অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৫ এ, ছিদাম মুদি লেন, পো : বিডন স্ট্রিট,থানা : বড়তলা, কলকাতা ৭০০০০৬ কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৭ অধীন। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪৭৯২৪ থেকে ২৪৭৯৬৮, দলিল নং ১৯০২০৬৩০৮-২০১৯ সালের। সম্পত্তি **শ্রী বিশ্বজিৎ পাল** পিতা মদন চন্দ্র পাল এবং **শ্রীমতি মাধুরী পাল** স্বামী বিশ্বজিৎ পাল এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে ৮ ফুট চওড়া ছিদাম মুদি লেন। দক্ষিণে : ৩৮/১, বিডন রো। পূর্বে : ১৫ বি এবং ১৫ ডি ছিদাম মুদি লেন। পশ্চিমে : ১৪/১ ছিদাম মুদি লেন এবং ৬ ঈশ্বর ঠাকুর লেন।	২৫.০৩.২০২৬	২২.০৩.২০২৬	১৩,৭৮,৬৯০.৭৮ টাকা (তেরো লাখ আটাত্তর হাজার ছশো নব্বই টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) ২৫.০৩.২০২৬ অনুযায়ী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৫.০৪.২০২৬
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বারাবণিতে বিজেপি প্রার্থীকে দুষ্কৃতীর আশ্রয়দাতা বললেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শনিবার বারাবণি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়ের সমর্থনে পানুরিয়া, ফুটবল ময়দানে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের জনসভায় এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায় প্রসঙ্গে বলেন, তিনি দুষ্কৃতীদের আশ্রয়দাতা।

শুধু তাই নয় একমাস আগে বিজেপি যে রথ বের করেছিল সেই তথাকথিত রথযাত্রা থেকে তৃণমূল কর্মীদের অশালীন এবং কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। এমনকি তার কাছে খবর আছে তারি তিন বিজেপি কর্মীকে তার দলীয় কার্যালয়ে ডেকে মারধর করা হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন অপরদিকে এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে আলাদা করে পরিচয় করাবার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি সারা বছর জনগণের জন্য কাজ করে যান।

এই এলাকায় বিগত দিনগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ যা হয়েছে তার পরিসংখ্যান তুলে দেখতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগবে। তিনি বলেন, আগামী দিনে সরকার গঠনের পর দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা, ঘরে ঘরে পানীয় জল, সবার জন্য পাকা বাড়ি এবং জনগণ যাতে কোন পরিষেবার জন্য হয়রানি হতে না-হয় তার ব্যবস্থা করবে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মন্ত্রী মলয় ঘটক, জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

চায়ের আড্ডায় রাজনীতি, প্রশান্ত দিগারকে ঘিরে বাড়ছে জনসমর্থন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের লড়াই যত এগোচ্ছে, ততই জমে উঠছে রাজনৈতিক পরিবেশ। এই আবহেই গ্রামবাংলার চায়ের দোকানে বসে সাধারণ মানুষের আলোচনায় উঠে আসছে প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন। গোঘাটের প্রত্যন্ত গ্রাম ধুলেপুরের এক চায়ের দোকানে এমনই এক আড্ডায় শোনা গেল বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারকে নিয়ে সরব আলোচনা। বয়স্ক থেকে মাঝবয়সী, সব বয়সের মানুষের উপস্থিতিতে চলা সেই কথোপকথনে উঠে আসে স্থানীয় প্রার্থীর প্রতি একাংশের সমর্থনের ছবি। কেউ বললেন, 'ও তো আমাদেরই ছেলে, মাটির মানুষ, সারা বছর সামাজিক কাজ করে।' আবার অন্য প্রান্ত থেকে প্রশ্ন উঠল, 'আমাদের এলাকায় তো এখনও আসেনি।দ তারই পাল্টা জবাব, তনিশ্চয়ই আসবে।' এই ধরনের আলোচনায় স্পষ্ট, বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার নিজের 'ঘরের ছেলে' ইমেজকে সামনে রেখে ভোট প্রচারে এগোচ্ছেন। প্রচারের সময় তাঁকে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ নির্মল মাঝিকে ঘিরে এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একাংশের অভিযোগ, তাঁকে 'বহিরাগত' হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা ভোটের ময়দানে প্রভাব ফেলতে পারে। পাশাপাশি তাঁর কিছু মন্তব্য নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। তৃণমূলের অন্দরেও অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলছে। স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশকে সক্রিয়ভাবে প্রচারে দেখা যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠছে। বিশেষ করে প্রাক্তন বিধায়ক মানস মজুমদারের অনুগামীদের মধ্যে অসন্তোষের কথা শোনা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি শিবিরে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, তাদের প্রার্থী ইতিমধ্যেই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন। প্রচারের সময় শিশুদের কোলে তুলে আদর করা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, সব মিলিয়ে

আবেগঘন সংযোগ তৈরির চেষ্টা করছেন প্রশান্ত দিগার। তিনি নিজেও বলেন, 'গোঘাটের মানুষ আমাকে চেনে। তাদের পাশে থাকার দায়িত্ব আমার। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট পাওয়া যায় না, মানুষের জন্য কাজ করতে হয়। আমি আগেও ছিলাম, আগামী দিনেও থাকব।'

এসইউসিআইয়ের তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে কোমর বেঁধে নামল এসইউসিআই। শনিবার উৎসবের মেজাজে বর্ণাঢ্য মিছিল করে বর্ধমান জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন দলের তিন প্রার্থী।

এদিন প্রার্থীরা কয়েকশ দলীয় কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছান। মনোনয়ন জমা দেওয়া তিন প্রার্থী হলেন, বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে উৎপল দত্ত, জামালপুর থেকে অতসী পাকড়ে এবং আউশগ্রাম থেকে মনসা মেটে।

সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাল পতাকা হাতে দলীয় কর্মীরা কার্জন গেট চত্বরে জমায়েত হতে শুরু করেন। সেখান থেকেই মিছিলটি শুরু হয়। মূলত মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি সমস্যা এবং বর্তমান রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে প্রার্থীরা তাঁদের সপক্ষে জনমত গঠনের ডাক দেন। প্রার্থীদের দাবি মনোনয়ন পেশ শেষে বর্ধমান দক্ষিণের প্রার্থী উৎপল দত্ত সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'মানুষ শনিবার বড় দলগুলোর অপশাসনে বীতশ্রদ্ধ। আমরা নীতি ও আদর্শের লড়াই লড়ছি। মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলোই আমাদের প্রধান হাতিয়ার। আমরা বিশ্বাস করি, সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

১৬টি বিধানসভার মধ্যে ৮টি বিধানসভায় তাদের প্রার্থী দেওয়া হয়েছে এবং তারা আরও জানান, যেহেতু তাদের ম্যান পাওয়ার কম এবং আর্থিক ভাবে দুর্বল যেখানে অন্যান্য দলগুলির প্রচারে যেমন জাঁকজমক আছে সেই রকম ভাবে হয়তো তারা প্রচার চালাতে পারেননি কিন্তু মানুষের দুয়ারে পৌঁছেছেন এবং মানুষ তাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন। একই সুর শোনা গিয়েছে জামালপুর ও আউশগ্রামের প্রার্থীদের গলায়। আউশগ্রামের প্রার্থী মনসা মেটে জানান, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল এবং খেতমজুরদের দাবি নিয়ে তাঁরা মানুষের দ্বারে দ্বারে যাবেন। প্রার্থীদের বিশ্বাস দুর্নীতির বিকল্প হিসেবে মানুষ তাদের বেছে নেবেন বলে আশাবাদী। জেলা প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই এদিন মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নির্বাচনী আবহে এসইউসিআইয়ের এই সক্রিয়তা বর্ধমানের রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।

এসআইআর ফর্ম ফিলাপে সাহায্য করতে ক্যাম্প তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিধানসভা ভোটের আবহে এসআইআর হচ্ছে একটি বড় ইস্যু । যার কারণে শনিবারও বর্ধমান শহরের রাজবাড়ি এলাকায় সেটেলমেন্ট অফিসে সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট ফর্ম ফিলাপ এবং ডকুমেন্টস জমা করতে আসেন এই সেটেলমেন্ট অফিসে । এই সেটেলমেন্ট অফিসের কিছুটা দূরেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে একটি ক্যাম্প করা হয়। এই ক্যাম্পে ফর্ম ফিলাপ থেকে শুরু করে অনলাইন ফর্ম ফিলাপ করেন ছাত্র পরিষদের কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বীকৃতি হাজরা এছাড়াও ছাত্র পরিষদের তন্ময় দাস, শ্যামল রায় স্বপন হাজরা-সহ একাধিক ছাত্র পরিষদের ছাত্রছাত্রীরা এবং কর্মীরা সাধারণ মানুষের ফর্ম ফিলাপ থেকে শুরু করে, যাতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না-হয় তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয় এখান থেকে।

এই অফলাইন এবং অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ এবং জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বড়বাজার এলাকায় ব্যস্ততম সময়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিকে যানজট মুক্ত করতে বিরহাটা সাব ট্র্যাফিক গার্ডের ট্র্যাফিক পুলিশকর্মীদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় এই রোদ গরমের মধ্যে।

মানবপাচার-বাল্যবিবাহ রুখতে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সমাজ থেকে মানব পাচার, বাল্যবিবাহ ও সাইবার অপরাধের মতো সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে কোমর বেঁধে নামল খিদিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়। শনিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত এক সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে আগামীর নাগরিকদের সতর্ক থাকার পাঠ দেওয়া হয়। বিএসএফ ও শিশু সুরক্ষা কর্মীদের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচিটি এলাকায় বেশ সাড়া ফেলেছে।

বিদ্যালয় সূত্রে খবর, ক্রমবর্ধমান শিশু পাচার ও মোবাইল ফোনের অপব্যবহার রুখতেই এই বিশেষ উদ্যোগ। শিবিরে উপস্থিত বক্তারা শিক্ষার্থীদের সামনে সাইবার ক্রাইমের ফাঁদ ও তার থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তির প্রলোভন থেকে নিজেদের কীভাবে রক্ষা করতে হবে, সেই কৌশলও শেখানো হয় ছাত্রছাত্রীদের।

অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. জয়ন্ত ভট্টাচার্য জানান, কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বাস্তব জীবনের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সজাগ করাও বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাঁর স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়েই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এদিনের শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭৯ বিএন বিএসএফ হিলি বিওপি-র আধিকারিক হানুতা রাম এবং শিশু সুরক্ষা কর্মী সুরজ দাস। এছাড়াও বিএসএফের পক্ষে সুবর্ণা বিশ্বাস ও সুজয় হালদার উপস্থিত থেকে পাচার বিরোধী লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। বিএসএফ আধিকারিকরা সীমান্তে পাচার রুখতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতাকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বিদ্যালয়ের 'কন্যাশ্রী ক্লাব' ও নারী শিক্ষার্থীদের শপথগ্রহণ। বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে এবং নিজের এলাকায় এই ধরনের ঘটনা রুখতে ছাত্রীরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। প্রধান শিক্ষক ড. ভট্টাচার্য আশাপ্রকাশ করেন যে, ছাত্রীদের এই সক্রিয়তা ভবিষ্যতে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে এক গভীর সামাজিক প্রভাব ফেলে।

আগুনে পুড়ে মৃত্যু বধূর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে সুমিতা অগ্নিদগ্ধ হন বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। খবর পেয়ে সেখানে যায় চণ্ডীতলা থানার পুলিশ। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লাগে বলে অনুমান পুলিশের। হুগলির চণ্ডিতলার চিকরন্ড জলাপাড়ার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সুমিতা হালদার (৩৮)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে যায় বাড়িতে। সেই সময়ে ঘরে রান্না করছিলেন সুমিতা হালদার রান্না করছিলেন। তাঁর স্বামী বিপুল হালদার বাড়িতেই অন্য ঘরে ছিলেন। ঘটনাস্থলে যান এলাকার এসডিপিও তমাল সরকার এবং চণ্ডীতলা থানার ওসি বাপি হালদার। পুলিশ মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় চণ্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালে। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কী ভাবে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে কি না তাও দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ পুলিশ আধিকারিকরা। মহিলার স্বামী পুট্টির কাজের ঠিকাদার। তাদের ছেলে ঘটনার সময়ে বাড়িতে ছিল না বলে জানা গিয়েছে।

গ্যাসের সংকটে সমস্যায় ক্যাটারিং থেকে রেস্টুরেন্টের ব্যবসা

সোমনাথ মুখার্জি ■ অন্ডাল

জ্বালানি গ্যাসের সংকটের কারণে চরম সমস্যায় ক্যাটারিং ব্যবসা থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টের ব্যবসা। বর্তমানে কমার্শিয়াল জ্বালানি গ্যাসের চরম সংকট দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি দেখা দিয়েছে ডোমেস্টিক জ্বালানি গ্যাসেরও সংকট।

দুর্গাপুরের নামকরা এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কর্ণধার তন্ময় ঘোষ জানান, কমার্শিয়াল জ্বালানি গ্যাসের চরম সংকট দেখা দিয়েছে, ফলে তাদের ক্যাটারিং ব্যবসায় সাংঘাতিক প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেন ৭০০ লোকের ক্যাটারিং এর খাবার তৈরি করতে ৬টি কমার্শিয়াল গ্যাস লাগে। এরকম পরপর ছদিন যদি কাজ থাকে তাহলে ৩৬ টি গ্যাস কোথায় পাবেন ? যেহেতু ৪৫ দিন অন্তর দ্বিতীয় গ্যাস পাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তা হলে পরপর কাজ থাকলে সেক্ষেত্রে গ্যাসের সংকটের কারণে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, এই বিষয়ে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা না হলে আগামী দিনে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা থেকে শুরু করে ক্যাটারিং ব্যবসা সবারই ঝাপ বন্ধ হতে বাধ্য। যদিও গ্যাসের সংকটের কারণে তাদের বাধ্য হয়েই খাবারের দাম বাড়াতে হচ্ছে। কিন্তু যদি গ্যাসীই অমিল হয় তা হলে কাজ চলবে কী করে? দাম বাড়িয়েও কোন লাভ হবে না।

অন্যদিকে অন্ডালের উখড়ার প্রসিদ্ধ এক রেস্টুরেন্ট কর্ণধার কুশল সায়গল বলেন, 'সিলিন্ডারের দাম বাড়ার কারণে খাবারের দাম ২০ শতাংশ বাড়াতে বাধ্য হয়েছি।' রেস্টুরেন্টে প্রতিদিন একটি সিলিন্ডারের প্রয়োজন পড়ে। মজুত সিলিন্ডারে সাত থেকে দশ দিন চলবে। এর মধ্যে সিলিন্ডার সরবরাহ স্বাভাবিক না-হলে রেস্টুরেন্টে সাময়িক বন্ধ রাখতে হতে পারে বলে জানান তিনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাণ্ডবেশ্বর বাজারের এক মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী বলেন, 'আগে দোকানের সব কাজ গ্যাসে হত। সিলিন্ডার সংকটের কারণে এখন বেশিরভাগ কাজই কয়লা জ্বালিয়ে চুলোর আগুনে করতে বাধ্য হচ্ছি। এই সুযোগে কয়লার দামও বেড়েছে। ফলে মিষ্টির দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছি।'

পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সাইকেলে চড়ে মনোনয়ন জমা কংগ্রেস প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পেট্রোল ও ডিজেলের ক্রমবর্ধমান মূল্যের প্রতিবাদে অভিনব উদ্যোগ নিলেন কংগ্রেসের তিন প্রার্থী। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার চত্বর ঘুরে সাইকেলে চড়ে মনোনয়ন জমা দিতে এলেন তাঁরা।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী উত্তম কুমার রায়, দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের প্রার্থী দেবেশ চক্রবর্তী এবং রানীগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থী ফাইয়াজ আহমেদ, তিনজন একসঙ্গে সাইকেল চালিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছন। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদেই তাঁদের এই প্রতীকী কর্মসূচি। সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি আর্থিক চাপের বিষয়টি তুলে ধরতেই এই অভিনব পন্থা বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রার্থীরা।

প্রচারে বেরিয়ে বাধার মুখে অধীর চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: শনিবার সকালে প্রচারে বেরিয়ে ঝামেলায় জড়ালেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। নিজের গড়েই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বাধার মুখে পড়েন। তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে চলে ব্যপক ধাক্কা ধাক্কি। কেন্দ্র বাহিনীর জওয়ানদের দিয়ে ধাক্কা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তৃণমূলের। এদিন সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিটি বটতলা এলাকায়। একই এলাকায় এদিন অধীরের পাশাপাশি প্রচারে নামে ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা জেল তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার।

বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবার ত্রিমুখি লড়াইয়ে সড়গরম হয়ে রয়েছে। একদিকে রয়েছেন বিজেপির বিদায়ী প্রার্থী সুব্রত মৈত্র। তৃণমূলের প্রতীকে লড়ছেন ২০২১ পরাজিত তথা বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়। আর কংগ্রেসের হয়ে এবার ৩০ বছর পর বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন বহরমপুর লোকসভার পাঁচবারের সাংসদ অধীর চৌধুরী। ফলে বহরমপুর এবার নজর কাড়া কেন্দ্র হতে চলেছে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই বহরমপুরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। প্রচার পর্বে উত্তেজনার পারদ আরও চড়ছে।

পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে হুগলির সাংসদ রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ২০২৬-এ চতুর্থ বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন পাণ্ডবেশ্বর এসে বললেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পাণ্ডবেশ্বর এর কেন্দ্রা হাটতলা এলাকায় পাণ্ডবেশ্বর এর তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে প্রচারে আসেন হুগলি লোকসভার সাংসদ সদস্যা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেলিব্রেটি সাংসদ সদস্য রচনা কে দেখতে উপচে পড়েছিল ভিড়। এদিন প্রার্থীর নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সেই সূর্য যার আলোয় আলোকিত আমরা। তিনি এদিন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা বলেন। পাশাপাশি এখানে এসে সাংসদ সদস্যা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন প্রত্যেক সভায় যেভাবে মানুষের ভিড় এবং মানুষের সাড়া পাচ্ছি তাতে আগামী ভোটে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত। এদিন হুগলির সাংসদ সদস্য রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর এর প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ব্লক সভাপতি কিরীটি মুখার্জি, কেন্দ্রা অঞ্চল সভাপতি যমুনা ধীবর ও তৃণমূলের আরো অন্যান্য নেতৃত্ব। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে লেখা দেয়ালে গোবর লেপে দেওয়ার অভিযোগ কে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়।

জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে মনোনয়ন পেশ তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: জাতীয় সংগীত গেয়ে মনোনয়ন পেশ ইন্দাসের তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলীর। খোলা ম্যাটাডোর ভ্যানে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে মনোনয়ন পেশ করলেন ইন্দাসের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদি। একটি বাইক র‍্যালির মাধ্যমে বিষ্ণুপুর শহর প্রদক্ষিণ করে মিছিল এসে সমবেত হয় বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসকের করণে।সেখানেই জাতীয় সংগীত গাওয়ার পর মনোনয়ন পেশ করেন শ্যামলী দেবী। এই বছর ইন্দাস থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে গ্রাম্য গৃহবধূ তপশিলি উপজাতির মুখ শ্যামলীকে। শনিবার মনোনয়ন পেশ করার পর তিনি জানান ইন্দাসের মাটি শক্ত, বিপুল জনসমর্থন নিয়ে তিনি এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে মানুষের সেবায় ব্রতী হবেন।

শ্যামলী রায় বাগদি তৃণমূলের তুরুপের তাস হয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এই আসন পুনরুদ্ধার করতে পারে কিনা সেটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

সংবাদপত্রে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনে বিধিনিষেধ

বিজ্ঞপ্তি জারি কেরলে

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: ভোটগ্রহণের আগের দিন এবং ভোটগ্রহণের দিন সংবাদপত্রে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনে বিধিনিষেধ জারির পথে হাঁটল নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই কেরলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) আগামী ৯ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সমস্ত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের উদ্দেশে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে।

সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সিইও-র নির্দেশ, ৮ ও ৯ এপ্রিল কোনও রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সংস্থা বা ব্যক্তি প্রিন্ট মিডিয়ায় কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে পারবে না, যদি না তার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে রাজ্য বা জেলা স্তরের এমসিএমসি-র কাছ থেকে পূর্ব-অনুমোদন নেওয়া হয়। ৩২৪ অনুচ্ছেদ নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন পরিচালনা, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, আবেদনকারীদের প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখের অন্তত দু'দিন আগে রাজ্য বা জেলা এমসিএমসি-র কাছে খসড়া বিষয়বস্তু জমা দিতে হবে।

আগামী ৯ এপ্রিল এক দফায় কেরলের ১৪০টি বিধানসভা কেন্দ্রেই ভোটগ্রহণ হবে। কমিশনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ৮ এপ্রিল এবং ৯ এপ্রিল 'প্রিন্ট মিডিয়া'য় কোনও রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাবে না। কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হলে তার বিষয়বস্তু কমিশনের রাজ্য বা জেলা স্তরের 'মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি (এমসিএমসি)-র দ্বারা পূর্ব-অনুমোদনের প্রয়োজন বলেও জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দু'দফায় ভোটগ্রহণ। এখানেও এমন নির্দেশিকা জারি করা হতে পারে।

কেরলের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক রতন ইউ কেলকার শুক্রবার গভীর রাতে জারি করা নির্দেশে বলা হয়েছে, 'নির্বাচন প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত আপত্তিকর, বিভ্রান্তিকর বা উস্কানিমূলক বিজ্ঞাপন পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রভাবিত দল ও প্রার্থীরা প্রায়ই প্রয়োজনীয় জবাব দেওয়ার সুযোগ পায় না, সে কারণেই এই পদক্ষেপ'।

কুয়োয় গাড়ি পড়ে মৃত একই পরিবারের ৯ জন

নাসিক, ৪ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের নাসিকে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কুয়োয় গাড়ি পড়ে একই পরিবারের ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ৬ জন নাবালক-নাবালিকা রয়েছে বলে খবর। তারা প্রত্যেকেই একই পরিবারের সদস্য। সবাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে, প্রত্যেকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, পুলিশে খবর দেওয়া হলে, দ্রুত উদ্ধারকার্য শুরু হয়। কিন্তু উদ্ধার করতে প্রায় ২ ঘণ্টা অতিক্রম হয়ে যায়। আরও আগে উদ্ধার করা গেলে প্রাণ বাঁচানো যেত বলে দাবি তাঁদের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃতদের নাম, সুনীল দত্তু দরগুড়ে (৩২), রেশমা সুনীল দরগুড়ে (২৭), শা অনিল দরগুড়ে (৩২) খুশি অনিল দরগুড়ে (১৪), মাধুরী অনিল দরগুড়ে (১৩), শ্রেয়াস অনিল দরগুড়ে (১১), শ্রাবণী অনিল দরগুড়ে (১১) ও সমৃদ্ধি রাজেন্দ্র দরগুড়ে (৭)। মৃতরা প্রত্যেকেই নাসিক থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে দিন্দোরির ইন্দোর গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিল পরিবারটি। রাত প্রায় ১০টা নাগাদ শিবাজী নগরে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এলাকার একটি কুয়োয় পড়ে যায় গাড়িটি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্ধকারে শিবাজী নগর এলাকায় কুয়োটিকে শনাক্ত করতে পারেনি চালক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে যায় গাড়িটি। খবর পাওয়ার পর দ্রুত উদ্ধারকার্য শুরু হয়। নামানো হয় দু'টি ক্রেন। স্থানীয় সাঁতারুদেরও সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু পরিবারের কাউকেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ভারতীয় বায়ুসেনায় ফিরছে দেশীয় তেজস স্কোয়াড্রন

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: দু'মাস পরে আবার ভারতীয় বায়ুসেনায় ফিরতে চলেছে হালকা যুদ্ধবিমান তেজস। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, আগামী ৮ এপ্রিল থেকে আবার পুরোদস্তুর উড়ান অনুশীলনে যোগ দেবে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজস এমকে-১ স্কোয়াড্রন।

গত নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাইয়ের এয়ার শো-তে একটি তেজস ভেঙে পড়ার পরেই তেজস যুদ্ধবিমানের উড়ানে কিছু নিয়ন্ত্রণ জারি করেছিল বায়ুসেনা। সেই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন যুদ্ধবিমানটির ককপিটে থাকা উইং কমান্ডার নমন স্যাল।

এর পরে ফেব্রুয়ারির গোড়ায় পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় আবার একটি তেজস এমকে-১ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, বিমানের অনবোর্ড কম্পিউটার সফটঅ্যারে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

এর পরেই বায়ুসেনা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'হিন্দুস্থান অ্যারোনটিকস লিমিটেড' (হ্যাল)-কে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বার্তা দিয়ে তেজস স্কোয়াড্রনগুলি ব্যবহৃত ৩৪টি যুদ্ধবিমানের উড়ান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। হ্যালের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিকে সুনীলের জানিয়েছেন, তাঁর সফল ভাবে অনবোর্ড কম্পিউটার সফটঅ্যারে যান্ত্রিক ত্রুটি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন। ৩৪টি তেজসই পরীক্ষা করার পরে উড়ানে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

পুত্রসন্তানের আশায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও ২ কন্যাকে জলে ডুবিয়ে খুন

গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

অমরাবতী, ৪ এপ্রিল: তেলঙ্গানায় এক মহিলা এবং তাঁর দুই কন্যার দেহ উদ্ধার হয়েছিল একটি সুইমিং পুল থেকে। বুধবার তেলঙ্গানার ওয়ারাঙ্গলের সেই ঘটনায় নয়া তথ্য উঠে এল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, সুইমিং পুলে ডুবে মৃত্যু হয়নি তিন জনের। বরং তিন জনকে ডুবিয়ে খুন করা হয়েছে। তার পর সেই ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন অভিযুক্ত। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম আজহারউদ্দিন। তাঁর বিরুদ্ধে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এবং দুই কন্যাকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। ওয়ারঙ্গল-খাম্মান জাতীয় সড়কের ধারে একটি বাড়ি রয়েছে আজহারউদ্দিনের। কোনও অতিথি এলে ওই বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বাড়িতে একটি সুইমিং পুল রয়েছে। বুধবার রাতে দুই কন্যাকে নিয়ে ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন আজহারের স্ত্রী ফারহাত। সেখানে আজহারও ছিলেন। পরিবারের বাকি সদস্যেরাও ছিলেন। কন্যাদের নিয়ে সুইমিং পুলের ধারে ঘোরাফোরা করছিলেন ফারহাত। কয়েক মিনিট পরে ফারহাত এবং তাঁর দুই কন্যার দেহ উদ্ধার হয়। জলে ডুবে মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় আজহারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি তখন দাবি করেন, পা পিছলে দুই কন্যাকে নিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন ফারহাত। কিন্তু দেহ যখন ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়, তার রিপোর্টে খুনের বিষয়টি স্পষ্ট হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, আজহারউদ্দিন পুত্রসন্তান চাইছিলেন। কিন্তু না হওয়ায় একটা টানাপড়েন শুরু হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। ফারহাতকে গর্ভপাত করানোর জন্য জোরাজুরি করা হয় বলেও অভিযোগ। কিন্তু ফারহাত রাজি না হওয়ায় দুই কন্যা-সহ ফারহাতকে সুইমিং পুলে ডুবিয়ে খুন করা হয়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রের কাছে হামলা আমেরিকা ও ইজরায়েলের

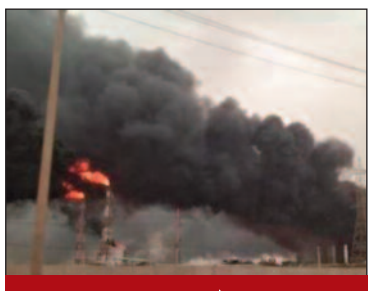

মৃত এক, আহত বহু

তেহরান, ৪ এপ্রিল: ইরানের বুশেহর পরমাণুকেন্দ্রের কাছে হামলা চালাল মার্কিন এবং ইজরায়েলি বায়ুসেনা। পরমাণুকেন্দ্রকে নিশানা করে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি ইরানের। এই হামলায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ওই পরমাণুকেন্দ্রে থাকা কয়েক জন। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দু'সপ্তাহের মধ্যে ওই এলাকায় চার বার হামলা চালানো হল। আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা জানিয়েছে, পরমাণুকেন্দ্রের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। জোরালো বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণে পরমাণুকেন্দ্রের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিকিরণের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে দাবি করেছে আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা। এই সংস্থার অধিকর্তা জেনারেল রাফায়েল মারিয়ানো গ্রোসি এই হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পরমাণুকেন্দ্রগুলিতে যাতে হামলা না চালানো হয় বিবদমান দেশগুলিকে সেই আর্জি জানানো হয়েছে। কারণ তাতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিকিরণের সম্ভাবনা বাড়তে পারে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচির অভিযোগ, ইজরায়েল এবং আমেরিকা বার বার নিশানা বানাচ্ছে বুশেহরকে। এই ঘটনা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তার পরই তিনি হুঁশিয়ারি দেন, আমেরিকা এবং ইজরায়েল যদি এখনও না শুধরোয়, তা হলে আগামী দিনে আরও ভয়ঙ্কর হামলার মুখে পড়তে হবে। তার পরই তিনি মার্কিন বাহিনীর দুই যুদ্ধবিমানকে গুলি করে নামানোর প্রসঙ্গ তুলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, আকাশসীমায় ঢুকে হামলা চালালে আরও অনেক প্রত্যঘাতের মুখে পড়তে হবে দুই দেশকে।

ময়দান

১২ বলে ১৫ করতে ব্যর্থ গুজরাট! নাটকীয় ম্যাচে জয় রাজস্থানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চেনা ক্রিকেটীয় ধারা ভেঙে এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রিয়ান পরাগ। শনিবার গুজরাতের বিরুদ্ধে টসে জিতে তিনি বোলিং নয়, বরং প্রথমে ব্যাটিং করার পথ বেছে নেন;যা সাধারণত টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে খুব একটা দেখা যায় না। দিনের শেষে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারত, যদি না শেষ দুই ওভারে রাজস্থান রীতিমতো নাটকীয়ভাবে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিত।

রাজস্থান নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ২১০ রান তোলে। জবাবে গুজরাত ২০৪/৮-এ থেমে যায়, ফলে ৬ রানের জয় পায় পরাগের দল। শেষ দুই ওভারে গুজরাতের জয়ের জন্য দরকার ছিল মাত্র ১৫ রান, হাতে উইকেটও ছিল। কিন্তু সেই সময় জফ্রা আর্চার ও তুষার দেশপাণ্ডের দুর্দান্ত বোলিং ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। দু'জনেই চাপের মুখে মাত্র ৪ রান করে খরচ করেন, যা গুজরাতের জয়ের আশা শেষ করে দেয়।

গুজরাতের পক্ষে বড় ধাক্কা ছিল শুভমন গিলের অনুপস্থিতি। পেশিতে টান ধরায় তিনি খেলতে পারেননি। তাঁর বদলে অধিনায়কের দায়িত্ব নেন রশিদ খান। দলে সুযোগ পান কুমার কুশাগ্র, যিনি ওপেন করতে নেমে ১৪ বলে ১৮ রান করেন। শুরুটা খারাপ না হলেও বড় ইনিংস গড়তে পারেননি তিনি। জস বাটলারও (২৬) বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। তাঁর আউটের পরই গুজরাতের ব্যাটিং ভেঙে পড়ে;মাত্র ৬ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা। একসময় স্কোর দাঁড়ায় ১৩৩/৫। রাহুল তেওটিয়া (১২) ও শাহরুখ খান (১১) কেউই দলকে টেনে তুলতে পারেননি।

অন্যদিকে, রাজস্থানের ব্যাটিং শুরু থেকেই ছিল আক্রমণাত্মক। বৈভব সূর্যবংশী শুরুতেই মহম্মদ সিরাজ ও কাগিসো রাবাডাকে চাপে ফেলে দেন। পাওয়ার প্লে-তে কোনও উইকেট না হারিয়ে ৬৯ রান তোলে রাজস্থান। যদিও বৈভব বড় রান করতে পারেননি, তাঁর দ্রুত শুরু দলকে মজবুত ভিত দেয়।

এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেন যশস্বী জয়সওয়াল ও ধ্রুব জুরেল। যশস্বী চলতি আইপিএলে নিজের প্রথম অর্ধশতরান করেন;৩৬ বলে ৫৫ রান, যার মধ্যে ছিল ছ'টি চার ও তিনটি ছয়। অন্যদিকে জুরেল খেলেন ম্যাচ জেতানো ইনিংস। ৪২ বলে ৭৫ রান করে তিনি রাজস্থানের স্কোর ২০০ পার করান। তাঁর ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও পাঁচটি ছয়।

মাঝে রিয়ান পরাগ নিজে বড় রান করতে পারেননি (৮), আর শিমরন হেটমায়ার করেন ১৮। শেষদিকে রবীন্দ্র জাডেজা কিছুটা ধীরগতিতে খেললেও সেই রানই শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়।

সব মিলিয়ে, এটি ছিল এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ যেখানে কৌশল, ব্যাটিং ও শেষ মুহূর্তের বোলিং;সবকিছু মিলিয়ে রাজস্থান প্রমাণ করল, সাহসী সিদ্ধান্তই কখনও কখনও ম্যাচ জেতায়। চলতি আইপিএলে এটি দ্বিতীয়বার, যখন প্রথমে ব্যাট করা দল জয় পেল।

বাড়তি বোলার নাকি ব্যাটিং গভীরতা, দ্বিধায় কেকেআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরপর দু'টি ম্যাচে হার শুধু ফলাফলের দিক থেকে নয়, মানসিক দিক থেকেও ধাক্কা দিয়েছে কেকেআর শিবিরকে। দলের পারফরম্যান্সে যেন আত্মবিশ্বাসের অভাব স্পষ্ট। ওয়াংখেড়েতে ২২০ রানের মতো বড় স্কোর করেও হার, আর ইডেনে ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে ব্যাটারদের ব্যর্থতা, এই দুই বিপরীত চিত্রই তুলে ধরছে দলের অস্থিরতা। সামনে আবার ঘরের মাঠে শক্তিশালী পঞ্জাব কিংস, যারা গতবারের ফাইনালিস্ট এবং ভারসাম্যপূর্ণ দল হিসেবেই পরিচিত। ফলে চ্যালেঞ্জটা যে সহজ হবে না, তা ভালো করেই বুঝতে পারছেন অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে ও টিম ম্যানেজমেন্ট। সবচেয়ে বড় সমস্যার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যামেরন গ্রিনের বোলিং না করা। অলরাউন্ডার হিসেবে তাঁর উপস্থিতি দলের ভারসাম্য বজায় রাখার কথা, কিন্তু তিনি বল হাতে নামতে না পারায় পুরো কম্বিনেশনটাই নড়ে গিয়েছে। এর ফলে বাধ্য হয়ে কেকেআরকে একজন বাড়তি বোলার খেলাতে হচ্ছে। এতে করে ব্যাটিং লাইন-আপের গভীরতা কমে যাচ্ছে, যা চাপে ফেলছে মিডল অর্ডারকে। ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রান তোলার মতো ব্যাটার কমে যাওয়ায় সমস্যা আরও প্রকট হচ্ছে। রাহানে অবশ্য বিষয়টিকে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন। তাঁর মতে, টুর্নামেন্টের শুরুতে প্রায় সব দলই নিজেদের সেরা কম্বিনেশন খুঁজে পেতে কিছুটা সময় নেয়। স্বীকার করেছেন, গ্রিন যতদিন না বোলিং শুরু করছেন, ততদিন ভারসাম্যের সমস্যা থেকেই যাবে।

ফ্যান ক্লাব 'মহারাজের দরবারে'র ১১ বছর পূর্তিতে কেক কেটে ভক্তদের সঙ্গে উদযাপন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

জামশেদপুরের কাছেও আটকাল বাগান, ফের আক্রান্ত মেরিনার্সরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক বিরতিতে যাওয়ার আগে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ড্র এবং মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে হার। বিরতি থেকে ফিরে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ড্র। ৮৮৬ দিন পরেও জামশেদপুরে বাগানের জয় অধরা। শনিবার জামশেদপুরের ঘরের মাঠ জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ১-১ ফলাফলে ড্র করল সের্জিও লোবেরার দল। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করল। বাঙালি ঋত্বিক দাসের গোলে তিন পয়েন্ট হাতছাড়া হল। এই ড্রয়ের পর আইএসএলের পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে নেমে গেল মোহনবাগান।

শুধু তাই নয়, এই ড্রয়ের পর মোহনবাগানের এক নম্বরে থাকার স্বপ্নও কিছুটা হোঁচট খেল বলাই যায়। বিকেল পাঁচটায় অত্যধিক তাপমাত্রায় খেলা কঠিন ছিল। তবে দুই দলই শুরু থেকে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে খেলছিল। ম্যাচের ১৫ মিনিটে লিস্টন কোলাসো দুর্দান্ত গোলে করে এগিয়ে দেন মোহনবাগানকে। অধিনায়ক শুভাশিস বোসের পাস থেকে লিস্টনের ডান পায়ের শট ক্রসবারের নীচে লেগে জালে জড়িয়ে দেয়। জামশেদপুর বক্সে একের পর এক আক্রমণে চাপ বাড়াচ্ছিল মোহনবাগান। তবে একাধিক সহজ সুযোগ মিস করলেন বাগানের আক্রমণভাগ। বিশেষত সবুজ-মেরুনের তারকা ফরোয়ার্ড জেমি ম্যাকলারেন। এরপর বেশ কয়েকবার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল জামশেদপুরও। ৩৫ মিনিটে ২-০ করার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট মোহনবাগানের। লিস্টনের বুদ্ধিকরে বল বাড়ান রবসনকে।

ব্রাজিল তারকা বাঁদিক দিয়ে বক্সে ঢুকে বাঁ-পায়ের শট নেন। ম্যাকলারেন স্লাইড করে পৌঁছে গেলেও ঠিক জায়গায় রাখতে পারলেন না। দ্বিতীয়ার্ধে জামশেদপুর এফসির হয়ে উইং দিয়ে সানান ও ভিন্সি ব্যারেটো শুরু থেকেই আক্রমণ চালিয়ে যান। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে ডান দিক দিয়ে বক্সের ভেতরে ঢুকে পড়েন সানান। গোললাইনের একেবারে কাছে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় কাটব্যাক পাস বাড়ান রিয়াতার উদ্দেশে। রিয়াতা শট নেন, যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে (৯০+৫) মিনিটে ঋত্বিক দাসের গোলে সমতায় ফেরে জামশেদপুর। ড্রয়ের পর পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে উঠে এল তারা। অন্যদিকে জামশেদপুরে আবারও আক্রান্ত মোহনবাগান সমর্থকরা। কয়েকজন জামশেদপুর সমর্থক প্রহার করেন মেরিনার্সদের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

কংগ্রেস প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীল এবার চোপড়ার রাজনৈতিক অঙ্ক

হামিদুল রহমান, তৃণমূল প্রার্থী

শঙ্কর অধিকারী, বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই উত্তর দিনাজপুরের রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। চৈত্র শেষের তপ্ত দিনে যখন চারদিকে রাজনৈতিক প্রচারের হুল্লোড় তখনই রবিবাসরীয় বিকেলে চোপড়া থানার কাঁচাকালী বাজার এলাকায় দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। দুই পক্ষ মিলিয়ে অন্তত ১২ জন জখম হয়েছেন বলে খবর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, কাঁচাকালী বাজার এলাকায় দলীয় পতাকা টাঙাতে গেলে তৃণমূলের একাংশ তাঁদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা এবং পরে তা লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষের রূপ নেয়। বিজেপি নেতা অসীম বর্মন দাবি করেন, তাঁদের ৬ জন কর্মী জখম হন, যার মধ্যে দু'জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের মাঝিয়ালি অঞ্চল সভাপতি আকবর আলি পাল্টা দাবি করেছেন, বিজেপি কর্মীরা নিয়মবহির্ভূতভাবে তৃণমূল নেতৃত্বের দোকানে জোর করে পতাকা লাগাতে গেলে বিবাদের সূত্রপাত হয়। তাঁর অভিযোগ, গেরুয়া বাহিনীর হামলায় তাঁদেরও ৬ জন কর্মী আহত হন এবং দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়।

এই সংঘর্ষের খবর পেয়েই চোপড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়ি, প্রতিটি মোড়ে এখন এই সংঘর্ষ নিয়েই চর্চা তুঙ্গে। ২০২৬-এর এই বিধানসভা ভোটে উত্তর দিনাজপুরের মাটি দখল নিয়ে ঘাসফুল ও পদ্ম শিবিরের এই লড়াই আগামী দিনে আরও কতটা তিক্ত রূপ নেয়, এখন সেটাই দেখার।

এই ঘটনার রেশ ধরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। তিনি প্রথমে কালাগছ দলীয় কার্যালয়ে আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি করেন। পরে চোপড়া থানায় গিয়ে পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। সাংসদের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা এলাকায় দলীয় পতাকা লাগাতে গেলে ২৫-৩০ জন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী তাঁদের ওপর আচমকা হামলা চালায়। রাজু বিস্তা কড়া ভাষায় জানান যে, চোপড়ার সাধারণ মানুষ উন্নয়ন চাইলেও কিছু দুষ্কৃতী সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে তিনি পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, চোপড়াকে 'গুন্ডামুক্ত' করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলা আর বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অপরাধমূলক মামলা রয়েছে, তাই তাঁদের অবিলম্বে হাজতে পাঠানো প্রয়োজন।

সাংসদ কাঁচাকালী এলাকায় দলের প্রার্থী শংকর অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনি প্রচারও চালান এবং স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গেবৈঠক করেন। অন্যদিকে, এই সংঘর্ষের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কাঁচাকালী বাজারে পাল্টা মিছিল বের করে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের মাঝিয়ালি অঞ্চল কোর কমিটির চেয়ারম্যান তথা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একরামুল হক বলেন, এলাকায় সাংসদ কোনোরকম কাজ করেননি। তাছাড়া সাংসদ এলাকায় এসে বলছেন তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে ঢুকে পেটাবো এটা কাম্য নয়। সাংসদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় অভিযোগ করা হবে।

চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন ক্রমেই বাড়ছে তখন সিপিআই(এম) প্রার্থী মোকলেশ্বর রহমানকে সরাসরি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে ভোট প্রচারে নামতে দেখা গেল। কর্মসংস্থান, বন্ধ চা বাগান পুনরায় চালু এবং সবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার দাবিকে সামনে রেখে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ সারছেন। সেওগছ, চাতরাগছ ও বোধিগছ এলাকায় প্রচারে গিয়ে মোকলেশ্বর রহমান অভিযোগ করেন, শাসক দলের অদূরদর্শী নীতি ও দুর্নীতির জেরে চোপড়ার একাধিক চা বাগান বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এর ফলে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তিনি দাবি করেন, এই বাগানগুলি শাসক দলের প্রভাবমুক্ত করে শ্রমিকদের স্বার্থে পুনরায় চালু করতে হবে। মানুষ কাজ চায়। শুধু কর্মসংস্থান নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি শাসক দলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তার কথায়, 'চোপড়ায় মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গরিব ও প্রান্তিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়ছে। আমরা চাই সবার জন্য সমান ও উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা।' শাসক দলের বিরুদ্ধে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার অভিযোগও তোলেন সিপিআই(এম) প্রার্থী। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চোপড়ার মানুষকে ভয় দেখিয়ে, দমিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে সেই পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। 'মানুষ এখন সাহস করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, নিজেদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন- এটাই সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। মোকলেশ্বর রহমান আরও অভিযোগ করেন, তৃণমূলের আমলে এলাকায় বালি খাদান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'মাফিয়া রাজ' কায়েম হয়েছে, যার ফলে পরিবেশের ক্ষতি তো হচ্ছেই, পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবিকাও হুমকির মুখে পড়েছে। তিনি দাবি করেন, এই অব্যবস্থা ও দুর্নীতির অবসান ঘটিয়ে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। চোপড়ার অতীতের সহিংসতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'মানুষ এখনও সেই ঘটনাগুলি ভুলে যায়নি। শহিদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। চোপড়া এবার পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত।'

তবে হাইপ্রোফাইল এই আসনে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক হামিদুল রহমানের বিপরীতে পদ্ম শিবিরের বাজি তরুণ তুর্কি শংকর অধিকারী। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে শাহিন আখতারের হাত ধরে চোপড়ায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেও জয় অধরা ছিল বিজেপির। বাজিমাত করেছিলেন তৃণমূলের হামিদুল। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে গেরুয়া শিবিরের তুরুপের তাস তরুণ নেতা শংকর। প্রসঙ্গত, মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভূমিপুত্র তিনি। হাইপ্রোফাইল চোপড়া কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও রাজ্য নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি তৃণমূল প্রার্থীর চোখে চোখ রেখে লড়াইয়ের বার্তাও দিতে শোনা যায় তাঁকে। বিজেপি প্রার্থীর কথায়, '১০০ শতাংশ লড়াই করব।' রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও স্থানীয়রা মনে করছেন, 'হামিদুল-দুর্গ' চোপড়ায় শংকরের মতো তরুণ মুখকে সামনে এনে পদ্ম শিবির বড়সড় চমক দিয়েছে। তবে তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল চরম আত্মবিশ্বাসী। ভোট ঘোষণার আগেই তিনি দু-দফায় জনসংযোগ এবং উন্নয়নের পাঁচালী নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছেন। বলছেন, আমাদের জয় নিশ্চিত। কে দ্বিতীয় হবে, তা নিয়েই লড়াই বিজেপি ও কংগ্রেসের। কংগ্রেস ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরুদ্দিনের দাবি, মানুষ আর তৃণমূলকে চাইছে না। আমাদের লড়াই বিজেপির সঙ্গেই।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
হামিদুল রহমান	তৃণমূল কংগ্রেস	১,২৪,৯২৩	৬১.২০ %
মহ. শাহিন আখতার	বিজেপি	৬০,০১৮	২৯.৪০ %
আনোয়ারুল হক	সিপিএম	১২,২৭৯	০৬.০২ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	১,৫৩১	০০.৭৫ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
চোপড়া	২,৫৫,০০০	২,৪৮,০৫৬	২,৪৭,১০৮

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

জাকির আবেদিন, কংগ্রেস প্রার্থী

চোপড়া বিধানসভার ইতিহাস বলছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার মধ্যে পড়ে এটি। আর দার্জিলিং লোকসভা আসনের অধীনস্থ সাতটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি এবং একটি সাধারণ শ্রেণির বিধানসভা কেন্দ্র। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত চোপড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা বিহারের অংশ ছিল। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার মধ্যে ভৌগোলিক ধারাবাহিকতা পুনরুদ্ধারের জন্য এই এলাকা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি সমগ্র চোপড়া সম্প্রদায় উন্নয়ন ব্লক এবং ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত। প্রকৃতিগত ভাবে চোপড়া একটি মহকুমা-স্তরের শহর এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র। নিকটবর্তী শহরগুলির মধ্যে রয়েছে মহকুমা সদর ইসলামপুর (২২ কিমি), ডালখোলা (৩০ কিমি), রায়গঞ্জ (৬৫ কিমি) এবং শিলিগুড়ি (৯০ কিমি)। জেলা সদর রায়গঞ্জ ৬৫ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত, এবং রাজ্যের রাজধানী কলকাতা প্রায় ৫০০ কিমি দূরে। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির মধ্যে, চোপড়ার উত্তরে দার্জিলিং (১০৯ কিমি) ও জলপাইগুড়ি (৮৬ কিমি) এবং দক্ষিণে মালদা (১৬৫ কিমি) অবস্থিত। রাজ্য সীমানার ওপারে, বিহারের কিষাণগঞ্জ ৩৫ কিমি পশ্চিমে এবং পূর্ণিয়া ৭০ কিমি দূরে অবস্থিত। চোপড়া বাংলাদেশ সীমান্তেরও কাছাকাছি, প্রায় ৪০ কিমি পূর্বে ঠাকুরগাঁও শহর অবস্থিত। কাকরভিট্টায় নেপাল সীমান্ত প্রায় ৫৫ কিমি উত্তরে অবস্থিত। ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকে চোপড়া হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার ভূখণ্ড সমতল থেকে সামান্য ঢেউখেলানো, উর্বর পলিমাটি এবং ঘন গাছপালায় পরিপূর্ণ। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মহানন্দা নদী এই অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে অবদান রাখে। ধান, ভুট্টা, পাট এবং শাকসবজি এখানকার প্রধান ফসল। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে চা বাগান রয়েছে, যদিও চোপড়া শহরে তা প্রধান নয়। তবে চোপড়ার পরিকাঠামো সীমিত। জাতীয় সড়ক ২৭ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়ে শিলিগুড়ি ও কিষাণগঞ্জের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাপক হলেও, জল সরবরাহ এখনও নলকূপ ও হ্যান্ডপাম্পের উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্যসেবার জন্য রয়েছে ডালুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল (৩০ শয্যা) এবং কয়েকটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই আসনে ১০ বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) প্রথম কয়েক দশকে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম সাতটি নির্বাচনের মধ্যে ছয়টিতেই জয়লাভ করে। নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে হামিদুল রহমান ২০০১ এবং ২০১১ সালে জয়লাভ করে এই ধারাটি ভেঙে দেন। পরে অবশ্য হামিদুল রহমান তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ২০১৬ ও ২০২১ সালে চোপড়া আসনে দলকে জিততে সাহায্য করেন। ২০১১ সালের নির্বাচনে তিনি সিপিআই(এম)-এর আনোয়ারুল হকের চেয়ে ৬, ৫৭০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন, যেখানে তৃণমূল এবং বিজেপি যথাক্রমে ৪.৮২ শতাংশ এবং ৪.০৩ শতাংশ ভোট পেয়ে অনেক ব্যবধানে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে ছিল। ২০১৬ সালে, রহমান আক্রামুল হককে ১৬,৮৬০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে তৃণমূলের জন্য আসনটি ধরে রাখেন। বিজেপি ৮.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে আসে। ২০২১ সালে তিনি বিজেপির মহম্মদ শাহিন আখতারকে পরাজিত করে ৬৪,৯০৫ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। বিজেপির ভোট শতাংশ বেড়ে ২৯.৪০ শতাংশে দাঁড়ায়, অন্যদিকে সিপিআই(এম)-এর ভোট শতাংশ কমে ৬.০২ শতাংশে নেমে আসে।

লোকসভা নির্বাচনেও এই প্রবণতারই প্রতিফলন ঘটেছে। যদিও বিজেপি ২০০৯ সাল থেকে দার্জিলিং সংসদীয় আসনটি ধরে রেখেছে, চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের পারফরম্যান্স ছিল সাধারণ মানের। ২০১৯ সালে তারা কংগ্রেস-বামফ্রন্ট জোটকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও, সে বছর তৃণমূল ৪৪,৭৭৭ ভোটে এগিয়ে ছিল। ২০২৪ সালে এই ব্যবধান আরও বাড়ে এবং তৃণমূল ৯২,১৩১ ভোটে এগিয়ে যায়। লোকসভা নির্বাচনের ফলেও একই প্রতিফলন। ২০০৯ সাল থেকে দার্জিলিং লোকসভা আসনটি বিজেপির দখলে থাকলেও, চোপড়া বিধানসভা ক্ষেত্রে ফল উল্টো। ২০১৯ সালে বাম-কংগ্রেস জোটকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেও তৃণমূল সেই বছর ৪৪,৭৭৭ ভোটের লিড পায়। ২০২৪ সালে সেই ব্যবধান আরও বেড়ে তৃণমূলের লিড দাঁড়ায় ৯২,১৩১ ভোটে।

চোপড়ার রাজনীতির একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হলো এর মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ চরিত্র। আর চোপড়া মূলত একটি গ্রামীণ এলাকা। এখানকার মাত্র ১.৬৩ শতাংশ ভোটার শহরাঞ্চলে বসবাস করেন। বিগত চার দশকে কেবল মুসলিম নেতারাই এই আসনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আনুমানিক ৬২ শতাংশ ভোটার মুসলিম, যেখানে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির সংখ্যা যথাক্রমে ১৬.০৮ শতাংশ এবং ৫.৮৪ শতাংশ। ২০২৪ সালের হিসেব অনুযায়ী চোপড়া কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা ২,৬৩,৬৫৮। ২০২১ সালে যা ছিল ২,৪৭,৭৬৪ এবং ২০১৯-এ ২,২৯,৬৪০ জন। ভোটদানের হার এখানে বরাবরই বেশি। ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ ৮৪.৭৭ শতাংশে পৌঁছেছিল। ২০২৪-এ সামান্য কমে হয় ৭৯.৬৭ শতাংশ।

২০২৬-এর নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জুড়ে সবথেকে বড় ইস্যু অবশ্যই এসআইআর। এর থেকে বাদ পড়ছে না চোপড়াও। চাকুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে এসআইআর এর প্রতিবাদে বিডিও অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। জখম হন রাজ্য পুলিশের একজন আইসি। অবরোধ বিক্ষোভ দেখানো হয় রাজ্য সড়কে। এসআইআর নিয়ে গোয়ালপোখরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। সীমান্ত জেলা হওয়ায় অনুপ্রবেশকারী শনাক্তকরণ এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভোটারদের পরিচয় সংক্রান্ত সমস্যা একটি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজবংশী ভোটব্যাঙ্ক দখলের লড়াইয়ে তৃণমূল ও বিজেপি উভয়েই মরিয়া। অনন্ত মহারাজের মতো নেতাদের সঙ্গে শাসক দলের ঘনিষ্ঠতা বর্তমানে এই জেলায় নতুন সমীকরণ তৈরি করছে। এছাড়াও অনুন্নত পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক দুর্নীতির অভিযোগ একটি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমির মালিকানা নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখানকার চিরকালীন সমস্যা। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লককে বিরোধী দলগুলি বারুদঘর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রাজনৈতিক সহিংসতাও এখানকার রুটিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ট্যাব দুর্নীতি সংক্রান্ত পুলিশি তদন্ত স্থানীয় জনজীবনে প্রভাব ফেলেছে।

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের টানা জয়। লোকসভা নির্বাচনে বিপুল লিড। স্বাভাবিকভাবেই ২০২৬ সালের নির্বাচনেও চোপড়ায় অ্যাডভান্টেজ তৃণমূল কংগ্রেস। তারাই ফেভারিট। এদিকে সব মিলিয়ে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে চোপড়ার রাজনীতির লড়াইটা এবার অনেকটা দাবা খেলার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে গুটি সাজানো হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু শেষ চালটা কে দেবে, সেটাই বড় প্রশ্ন। একদিকে হামিদুল রহমানের সংগঠন আর উন্নয়নের তাস, জাকির আবেদিনের হাত ধরে কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তনের আশা। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেরুকরণ আর সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগির অঙ্কে জয়ের স্বপ্ন দেখছে বিজেপিও।

উত্তর দিনাজপুরের এই বিধানসভা কেন্দ্রে গত লোকসভা নির্বাচনের ফলের দিকে তাকালে মনে হতে পারে, হামিদুল নিশ্চিন্তেই আছেন। ৯২ হাজার ভোটের পাহাড় প্রমাণ লিড কম কথা নয়। খাতা-কলমের হিসাবে তিনি পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছেন, আর বিরোধীদের দেখতে হচ্ছে দূরবীন দিয়ে। তবে রাজনীতির ময়দান আর অঙ্কের খাতা সব সময় এক কথা বলে না। দীর্ঘ দুই দশক পর কংগ্রেস সরাসরি প্রার্থী দিয়েছে। এখানেই আসল টুইস্ট। তৃণমূলের এক সময়ের পুরনো যোদ্ধা, ব্লক সহ-সভাপতি জাকির এখন 'হাত' চিহ্ন নিয়ে লড়ছেন। তাঁর অস্ত্রও সাংগঠনিক দক্ষতা। আর এখানেই রাজনৈতিক মহলের মতে, এবার চোপড়ায় লড়াই মূলত তৃণমূল বনাম বিজেপি হলেও অন্যতম ফ্যাক্টর কংগ্রেস। স্থানীয়দের মতে, গত দুই দশকে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক মূলত তৃণমূলের দিকেই ঝুঁকেছে। কিন্তু এবার জাকিরের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা এবং পুরনো সাংগঠনিক দক্ষতা যদি তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসায়, তবে সুবিধা পেতে পারে বিজেপি। চর্চা এখন একটাই-কংগ্রেস যত ভোট কাটবে, বিজেপির লড়াইয়ের সম্ভাবনা বাড়বে। তবে, বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর অধিকারীকে নিয়ে দলের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তলায় তলায় বড় ক্ষতি করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এই প্রসঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হামিদুল প্রায় ৬১.২ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল এখানে ১,৩৩,২৭৬ ভোট পেয়েছিল। লিড ছিল ৯২,১৩১। বিপরীতে বিজেপির ঝুলিতে ৪১,১৪৫ ভোট। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যবধান দুর্জয় মনে হলেও, এবারের লড়াইয়ে কিছু অংক নিয়ে আলোচনা চলছে। এই কেন্দ্রে প্রায় ৬৩ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার। এসআইআরে নাম বাদ যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত হিসাব কী দাঁড়াবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। কংগ্রেস প্রার্থী যদি এই ৬৩ শতাংশে বড়সড় ভাঙন ধরাতে পারেন, তবে তৃণমূলের লিড কমতে পারে। আবার, ৩৭ শতাংশ হিন্দু রাজবংশী ও আদিবাসী ভোটব্যাঙ্কের সিংহভাগই বর্তমানে গেরুয়া শিবিরের দখলে। বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর অধিকারীর পাখির চোখ এখন এই ভোট ধরে রাখা। আর সেটা করতে পারলেই খেলা ঘুরে যাবে চোপড়ায়।

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে বলরামপুরের সিপিএম প্রার্থী নমিতা মাহাতো।

প্রচারে কামারহাটি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র।

প্রচারে বলরামপুরের বিজেপি প্রার্থী জলধর মাহাতো।